Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 21, 1432 Bangla, February 04, 2026, Wednesday, No. 35, 56th year

H I G H L I G H T S

The upcoming national elections will be free, fair, acceptable & peaceful; no one needs to have any doubt about this -comments Home Affairs Adviser Lt. Gen. (retd) Md Jahangir Alam Chowdhury. (Jago FM: 15)

The chiefs of the three services have jointly visited Gazipur district on the occasion of the upcoming 13th National Elections and the Referendum. (Jago FM: 14)

DMP has imposed a ban on all forms of public gatherings, processions & rallies near Bangladesh Secretariat & chief adviser's official residence, Jamuna, as well as surrounding areas until further notice. (Jago FM: 15)

The upcoming election campaign is witnessing widespread use of artificial intelligence (AI). Experts had earlier warned that AI was going to be a major factor in the election. (BBC: 07)

Government has decided to rename Rapid Action Battalion (RAB) as the Special Intervention Force (SIF). (BBC: 04)

International human rights organization ARTICLE 19 has demanded an independent investigation into the leak of personal information of nearly 14,000 journalists from EC's Website. (Jago FM: 17)

The draft of a new Education Act has been prepared just days before elections without consulting stakeholders. Educationists opine hasty drafting of act won't serve reform & development of education. (DW: 10)

Just 3 days before the 13th National election, the interim govt is set to sign a significant tariff agreement with the United States, which has raised questions. (DW: 11)

Bangladesh and Japan have signed an agreement on the transfer of defence equipment and technology. (BBC: 03)

A Dhaka court has imposed a travel ban on former commissioner of Bangladesh Securities & Exchange Commission Md Abdul Halim and Additional Secretary of the Power Division Md. Sabur Hossain.(BBC: 04)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ২১, বাংলা ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ০৪, ২০২৫, বুধবার, নং- ৩৫, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

আগামী জাতীয় নির্বাচন অবাধ, গ্রহণযোগ্য, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হবে; এ বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ থাকার দরকার নেই-- মন্তব্য স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর। (জাগো এফএম: ১৫)

তিন বাহিনীর প্রধানগণ আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে গাজীপুর জেলা পরিদর্শন করেছেন। (জাগো এফএম: ১৪)

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সচিবালয় ও প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনাসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় সব প্রকার সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে ডিএমপি। (জাগো এফএম: ১৫)

১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনি প্রচারণায় এবার চোখে পড়ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর ব্যাপক ব্যবহার। এআই যে এবারের নির্বাচনে বড় একটি ফ্যাক্টর হতে যাচ্ছে, সে বিষয়ে আগেই সতর্ক করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। (বিবিসি: ০৭)

পুলিশের বিশেষ বাহিনী র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন - র‍্যাবের নাম বদলে স্পেশাল ইন্টারভেনশন ফোর্স - এসআইএফ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। (বিবিসি: ০৪)

নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে প্রায় ১৪ হাজার সাংবাদিকের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়ার ঘটনায় স্বাধীন তদন্তের দাবি জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা আর্টিকেল নাইনটিন। (জাগো এফএম: ১৭)

অংশীদারদের সাথে পরামর্শ না করেই জাতীয় নির্বাচনের মাত্র কয়েকেদিন আগে শিক্ষা আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। তাড়াহুড়ো করে আইনটি করলে শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নে কাজে আসবে না বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা। (ডয়চে ভেলে: ১০)

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণের মাত্র তিন দিন আগে সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি শুল্ক চুক্তি করতে যাচ্ছে যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। (ডয়চে ভেলে: ১১)

বাংলাদেশ ও জাপানের মাঝে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। (বিবিসি: ০৩)

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাবেক কমিশনার মো. আব্দুল হালিম এবং বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. সবুর হোসেনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। (বিবিসি: ০৪)

বিবিসি

বাংলাদেশ-জাপানের মধ্যে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি হস্তান্তর চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ও জাপানের মাঝে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ সেনানিবাসে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয় বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)। আইএসপিআর থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশের পক্ষে চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম কামরুল হাসান এবং জাপানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইডা শিনিচি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৩ সাল থেকে উভয়পক্ষের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এই চুক্তিটি স্বাক্ষর সম্ভব হয়েছে। এই প্রতিরক্ষা চুক্তিটি দুই দেশের মধ্যে গভীর পারস্পরিক আস্থা, সমন্বিত দৃষ্টি, এবং সহযোগিতার প্রতিফলন, যা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের দূরদর্শী ও কার্যকর কূটনীতির ফলে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এই চুক্তি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করবে, এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয় যে, জাতিসংঘ সনদের নীতিগুলোর সাথে সম্পূর্ণ সংগতি রেখে চুক্তিটি সম্পাদন করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় উন্নত প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম অধিগ্রহণ এবং যৌথ গবেষণা ও উন্নয়নে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করবে। পাশাপাশি, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ও জাপানের কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও গভীর হবে, যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও বৈশ্বিক নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০২.২০২৬ এলিনা)

জামায়াতের জুনিয়র টিম বিএনপির বিরুদ্ধে নোংরা ভাষায় কথা বলছে : মীর্জা আব্বাস

"জামায়াতে ইসলামীর একটি গ্রুপ, জামায়াতে ইসলামীর জুনিয়র টিম সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা বিএনপির বিরুদ্ধে অসভ্য-নোংরা ভাষায় কথাবার্তা বলছে,„ বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা-৮ আসনে বিএনপির প্রার্থী মীর্জা আব্বাস। আজ মঙ্গলবার ঢাকার গুলিস্তানের হল মার্কেটের ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। সম্প্রতি জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের ভেরিফায়েড এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্ট থেকে কর্মজীবী নারীদের বিষয়ে করা একটি পোস্টকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, "জামায়াতের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ মেয়েদের সম্পর্কে অসভ্য শব্দ ব্যবহার করেছে। তাদের (জামায়াতের) বাচ্চারাও একযোগে অপপ্রচার চালাচ্ছে।„ কারা অপপ্রচার চালাচ্ছে, তাদের নাম ধরে তিনি সরাসরি না বললেই তার কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি আসন্ন নির্বাচনে জামায়াতের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এনসিপির কথাই বলছেন। মীর্জা আব্বাসের ভাষ্য, "এই ছেলে-পেলেরা যা শুরু করেছে, তারা লাফ দিয়ে হঠাৎ করে নেতা হয়ে গেছে। এখন অল্প পানির মাছ বেশি পানিতে পড়লে যে রকম করে, এদের অবস্থা তেমন হয়েছে। দিশেহারা হয়ে গেছে।" এনসিপি নেতারা বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সম্বন্ধে, এমনকি তার বিরুদ্ধেও কথা বলা শুরু করেছে উল্লেখ করে এই বিএনপি নেতা বলেন, "তাদের বাপ-চাচা যদি রাজনীতি করত, আমার সম্পর্কে বলত, আমি আপত্তি করতাম না। কিন্তু এরা ছোট মুখে বড় কথা বলছে।„ এরপর তিনি হুঁশিয়ারি দেন, "নির্বাচন চলে গেলে এই সমস্ত কথাবার্তা বলার সুযোগও পাবেন না আপনারা।„ এরপর তিনি আরও বলেন, "চুলার মুখ থেকে ছাই বের হয়, কখনও সোনা বের হয় না। আর সোনার খনি থেকে কখনই ছাই বের হয় না। আমরা ভেবেছিলাম, জাতি আশা করেছিল, আপনারা দেশের জন্য ভালো কিছু করবেন। মুক্তিযুদ্ধের পরে আমরা কখনও বলি নাই, মন্ত্রী হয়ে যাবো। মুক্তিযুদ্ধের পরে বহুদিন অপেক্ষা করেছি। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৭-এ কমিশনার নির্বাচন, ১৯৯১-এ এমপি, তারপর আজকের এই অবস্থানে আছি।„ "আপনারা দুই দিনেই আজকের এই অবস্থানে চলে যেতে চান। আপনারা ভাবেন, মীর্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে কথা বললেই খবরে থাকা যায়। মীর্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে কথা বললেই প্রচারণায় থাকা যায়। কিন্তু প্রচারণায় থাকার জন্য বহু রাস্তা আছে। দান করেন, ভালো কথা বলেন, মানুষের মুখে মুখে থাকবেন। কিন্তু এইভাবে গালিগালাজ করে, অসভ্য ভাষায় কথা বলে নিজের পরিচয় জাহির কইরেন না যে, আপনি কোত্থেকে এসেছেন।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০২.২০২৬ এলিনা)

এক সপ্তাহে তারেক রহমানের নামে ২৯টি ভুয়া তথ্য ছড়ানো হয়েছে : মাহদী আমিন

গত এক সপ্তাহে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে অন্তত ২৯টি ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র ও মি. রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে গুলশানে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি জানান, বিভিন্ন ফ্যাক্ট-চেকিং প্ল্যাটফর্মের প্রতিবেদনে এগুলোর প্রমাণ উঠে এসেছে। কোনো রাজনৈতিক দলের নাম উল্লেখ না করে তিনি আরও অভিযোগ করেন, "একটি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা ফ্যাসিবাদী আমলে তৈরি মিথ্যা বয়ান পুনরায় ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে এবং একই ভাষা ও একই ধরনের স্লোগান ব্যবহার করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।„ তার মতে, গণমানুষের কাছে বিএনপির

ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণেই "সুস্থ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার পথ ছেড়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অপতথ্য ছড়ানোর নোংরা কৌশল„ বেছে নিয়েছে ওই রাজনৈতিক দল। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০২.২০২৬ এলিনা)

তারা ক্ষমতায় গেলে মানুষ নিরাপদে থাকতে পারবে না, বিএনপিকে ইঙ্গিত জামায়াত আমিরের

"তারা ক্ষমতায় গেলে একটা মানুষ বাংলাদেশে নিরাপদে থাকতে পারবে না। একজন ব্যবসায়ী নিরাপদে ব্যবসা করতে পারবে না, একজন শ্রমিক নিরাপদে রাস্তায় চলাচল করতে পারবে না, কৃষক শান্তিতে মাঠে ফসল ফলাতে পারবে না। তারা সবার শান্তি নষ্ট করবে,„ বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তিনি কোনো দলের নাম সরাসরি না বললেও বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি বিএনপিকে ইঙ্গিত করেই আজ মঙ্গলবার বিকেলে গাজীপুরের রাজবাড়ী মাঠে জেলা ও মহানগর জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় এসব বলছিলেন। আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গীকার দুর্নীতিমুক্ত দেশ করা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, "আরেকটা দলের নেতৃবৃন্দ বলতেছে, তারাও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়বে। ভালো কথা, চ্যারিটি স্টার্টস ফ্রম হোম; ভালো কাজ নিজের ঘর থেকে শুরু করতে হয়, সেই প্রমাণ আগে দেন।„ এরপর তিনি বিএনপিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে, দলটি ৪৯ জন ঋণখেলাপিকে মনোনয়ন দিয়েছে। "আগে তাদেরটা বাতিল ঘোষণা করেন। যদি সাহসিকতার সাথে এটি করতে পারেন, তাহলে জনগণ কিছুটা বিশ্বাস করবে যে, ওনাদের সদিচ্ছা আছে। ঋণখেলাপিদের বগলের নীচে রাইখা যদি বলে, দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়বো, তাহলে বিষয়টা হবে আপনারা যা বলেন, তা করেন না এবং যা করেন, তা বলেন না,„ যোগ করেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০২.২০২৬ এলিনা)

র‍্যাবের নাম বদলে এসআইএফ

পুলিশের বিশেষ বাহিনী র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন- র‍্যাবের নাম বদলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সন্ত্রাস দমনের জন্য গঠিত এই বাহিনীর নতুন নাম হবে স্পেশাল ইন্টারভেনশন ফোর্স (এসআইএফ)। আজ মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইন-শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত কোর-কমিটির সভা শেষে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সাংবাদিকদের এ কথা জানান। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০২.২০২৬ এলিনা)

দোয়া করবেন যাতে সংসদে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারি : নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

"দোয়া করবেন, যাতে সংসদে গিয়ে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারি ও পুরো বাংলাদেশ থেকে মাদক উচ্ছেদ করতে পারি। আর যারা সন্ত্রাসী আছে, তাদের প্রত্যেকটার হাত-পা গুঁড়া করে আইনের মধ্যে নিয়ে জেলে আটকায়ে রাখতে পারি,„ বলেন ঢাকা-৮ আসনের নির্বাচনে এনসিপি প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। আজ মঙ্গলবার সকালে ঢাকার দৈনিক বাংলা মোড়ে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে তিনি এ কথা বলেন। এসময় তিনি নাম উল্লেখ না করে ওই আসনের বিএনপি প্রার্থী মির্জা আব্বাসকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "ঢাকা-৮-এ যে মাদক সিন্ডিকেট রয়েছে এবং মাদক সম্রাট যিনি রয়েছেন, ওনাকে আমরা আহ্বান জানাবো, কর্মীদের হাতে অস্ত্র-মাদক তুলে দেবেন না। সেই কর্মী মাদক খেয়ে পরে আপনার ওপরেই আঘাত করে বসবেন।„ "নির্বাচনের সময়ে কারও হাতে মাদক দেয়, কারও হাতে অস্ত্র দেয়। আপনারা ১২ তারিখ মাদক-অস্ত্রের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন। যথেষ্ট সন্ত্রাসী কার্যক্রম হয়েছে। আমরা আর সহ্য করবো না,„ জানিয়ে মি. পাটওয়ারী আরও বলেন, "আমরা হুমকি পাচ্ছি, আমাদের নাকি মাইর দেওয়া হবে। এবার আসুন, শক্ত হাতে প্রতিহত করবো।„ এর আগে, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে পিঠা উৎসবে নির্বাচনি প্রচারণায় যাওয়ার পর তার ওপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনাকে ইঙ্গিত করে তিনি আরও বলেন, "হাবিবুল্লাহ বাহারে মাইর খেয়ে আসছি, এবার মাইর দেবো। কারণ বারবার খাইতে পারবো না। তাহলে তো মারা যাবো। এবার কিছু উত্তম-মধ্যম দিবোও।„
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০২.২০২৬ এলিনা)

সাবেক শিল্প সচিব আব্দুল হালিমসহ দুইজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাবেক কমিশনার ও শিল্প মন্ত্রণালয় সাবেক সচিব মো. আব্দুল হালিম এবং বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন, অনুবিভাগ/বাজেট/সমন্বয়/সুশাসন) মো. সবুর হোসেনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। ঢাকা মহানগর দায়রা জাজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসসকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আবেদনে বলা হয়েছে, `পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫ লাখ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন, শীর্ষক প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে অনুসন্ধান সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একটি অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে অভিযোগটি অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দেশ ছেড়ে বিদেশে পালাতে পারে বলে অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়। তাই অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০২.২০২৬ এলিনা)

নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার অপচেষ্টা চলছে : সালাহউদ্দিন আহমদ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, বাংলাদেশে আজ নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার একটি অপচেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, "একটি রাজনৈতিক দল, যারা এই দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, তারাই আজ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা করার চেষ্টা করছে। গতকাল দলটির প্রধান বক্তব্য দিয়েছেন, সেখানে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি, কর্নেল অলি সাহেব দিয়েছেন।„ তার মতে, "এই ধরনের বক্তব্য অস্বাভাবিক নয়। কারণ যারা একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, তারাই আজ ইতিহাস বিকৃত করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জনগণ জানে, আজ তারা নতুন রূপে নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার যে চেষ্টা করছে, তা সম্পূর্ণ প্রতারণা ও ভণ্ডামি।„ সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, আগামীতে কোনোদিন হয়ত এমনও শুনতে হবে, ওই দলটি এ দেশের স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কক্সবাজারের চকরিয়ার মাতামুহুরী সাংগঠনিক উপজেলা কোনাখালী ইউনিয়নের জংগলকাটায় নির্বাচনি পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন, খবর রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস-এর।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০২.২০২৬ এলিনা)

ঢাকায় ৫.৯ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত, উৎপত্তিস্থল মিয়ানমার

ঢাকাসহ সারা দেশে আজ আবারও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস বলছে, বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৯টা ৩৪ মিনিটের দিকে ৫ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্পটি হয়। এর উৎপত্তিস্থল মিয়ানমারের সিতওয়ে অঞ্চলের কাছাকাছি। আজ মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকেও আরেকটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল, রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ১। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ওই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল দক্ষিণের জেলা সাতক্ষীরা।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০২.২০২৬ এলিনা)

গাড়ি রিকুইজিশন 'আতঙ্ক,' সরকারি গাড়ি রেখে ব্যক্তিগত গাড়ি কেন?

জাতীয় নির্বাচন ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিপুলসংখ্যক যানবাহনের প্রয়োজন হওয়ায়, সাম্প্রতিক সময়ে যানবাহন অধিগ্রহণ বা রিকুইজিশনের (অস্থায়ীভাবে নিয়ে ব্যবহার) ঘটনা বেড়েছে। তবে এতে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন অনেক ব্যক্তিগত যানবাহনের মালিক। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, জনস্বার্থে- জরুরি প্রয়োজনে বা দায়িত্ব পালনের জন্য, বাস, মাইক্রোবাস, লেগুনা ও পিকআপ ট্রাকের মতো যানবাহন রিকুইজিশনের ক্ষমতা পুলিশ বা প্রশাসনের রয়েছে। কিন্তু ২০২২ সালে হাইকোর্টের দেওয়া এক রায়ের পর ব্যক্তিমালিকানাধীন গাড়ি, ট্যাক্সি ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা সাধারণত জব্দ বা রিকুইজিশন করার নিয়ম নেই। এছাড়া, আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে সাপ্তাহিক ও সরকার-ঘোষিত সাধারণ ছুটি মিলিয়ে মোট ছুটির সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে চারদিন। এই সময়ে স্বাভাবিকভাবেই বিপুল-সংখ্যক সরকারি গাড়ি ফাঁকা থাকার কথা। তারপরও পুলিশ কেন গণপরিবহণ থেকে শুরু করে ব্যক্তি মালিকানাধীন গাড়ির রিকুইজিশন চলছে, নির্বাচনের দেড় সপ্তাহ আগে, সেই প্রশ্নও তুলছেন অনেকে।

গাড়ি রিকুইজিশন নিয়ে আতঙ্ক, প্রতিবাদ, অভিযোগ

গাড়ি রিকুইজিশন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। তারা তাদের ব্যক্তিগত ফেসবুক প্রোফাইলে, কিংবা বিভিন্ন গ্রুপে এ নিয়ে মতামত লিখছেন। ওয়ালিদ শ্রাবণ নামক এক ফেসবুক ব্যবহারকারী সম্প্রতি ফেসবুকে লিখেছেন, "আমার একমাত্র পিকআপটা আসন্ন নির্বাচনে রিকুইজিশন দিয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। এটা কোন আইন? রাষ্ট্রের কাজে এক-দুই দিনের জন্য গাড়ি নিতে পারেন। যেই গাড়ির উপর ভিত্তি করে ২০ থেকে ২৫ জন মানুষের রুটিরুজি হয়, সেই গাড়ি আপনারা অনির্দিষ্টকালের জন্য নেন কোন আইনে?„ আরেকজন একটি ফেসবুক গ্রুপে তার ব্যক্তিমালিকানাধীন নোয়াহ গাড়ি রিকুইজিশন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। তিনি লেখেন, "জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে গাড়িটি পিরোজপুর থেকে খুলনায় গেলে খুলনা হাইওয়ে পুলিশ সেই গাড়ি আটকায়। তারপর গাড়ির কাগজপত্রসহ ড্রাইভারের লাইসেন্স জমা নিয়ে ৩১ জানুয়ারি থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গাড়ির রিকুইজিশন দেয়।„ ওই ব্যক্তি লিখেছেন, ১২-১৩ দিন গাড়ি দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব না এবং তার ড্রাইভারেরও এতদিন নির্বাচনের সময়ে গাড়ি চালানো সম্ভব না। কারণ হিসেবে তিনি প্রশ্ন করেছেন, এতদিন গাড়ি কোথায় রাখবে? কোথায় ডিউটি করাবে? ড্রাইভার কোথায় থাকবে বা কী খাবে? ফেসবুক ঘাঁটলে গাড়ির রিকুইজিশন নিয়ে এরকম অহরহ পোস্ট খুঁজে পাওয়া যায়। কেউ কেউ দাবি জানিয়েছেন, একদিনের জন্য হোক বা ১০ দিনের জন্য হোক, সরকার যদি গাড়ি রিকুইজিশন করে, তাহলে মালিক গাড়ির ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার রাখেন। ২০১৪ সালে যাত্রা শুরু করা ফেসবুকভিত্তিক 'ট্রাফিক অ্যালার্ট' গ্রুপে ঢাকার যানজট থেকে শুরু করে বিআরটিএতে গাড়ির কাগজপত্র প্রক্রিয়াকরণ, নানা বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদান হয়। ওই গ্রুপে এখন 'কার রিকুইজিশন' লিখে সার্চ করলেই সাম্প্রতিক সময়ের অনেক পোস্ট সামনে আসে। দেখা যায়, গ্রুপের সদস্যরা একে অপরকে এ নিয়ে সতর্কবার্তা দিচ্ছেন। কেউ জানতে চাচ্ছেন, ঢাকার কোন সড়ক দিয়ে চলাচল করলে গাড়ি রিকুইজিশন এড়ানো যাবে।

একজন লিখেছেন, শাহবাগের হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টাল মোড় দিয়ে চলার সময় সাবধান। ওই পোস্টে অনেকে মন্তব্য করেছেন, রামপুরা, মহাখালী কিংবা বাংলামোটরেও একই অবস্থা। ওই গ্রুপেই আজ নাবহান জামান নামক একজন ফেসবুক ব্যবহারকারী জানতে চেয়েছেন, বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, প্রাইভেটকারও কি অধিগ্রহণ করা যায়? যদিও রেন্ট-এ-কার কোম্পানি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পুলিশ প্রাইভেটকার নিচ্ছে না। ঢাকার একটি কোম্পানির কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিবিসি বাংলাকে বলেন, সম্প্রতি পুলিশ তাদের দুটো নোয়াহ গাড়ি পাঁচদিনের জন্য রিকুইজিশনে নিলেও, প্রাইভেটকার নেয়নি। তবে পুলিশ যে মালিক ও চালকদের অনুমতির তোয়াক্কা না করে গাড়িগুলো একপ্রকার জোর করে রিকুইজিশনে নিচ্ছে, সেটি উল্লেখ করেন এই ব্যক্তি। তার ভাষ্যে, "আমার গাড়ি ৮ থেকে ১২ তারিখের জন্য নিছে। আর নিছে জোর করে। তারা ডিরেক্ট আটকায়, কিছু বলার সুযোগ নাই। ধরেই রিকুইজিশন স্লিপ হাতে ধরায়ে দেয়।„ তিনি অভিযোগ করেন, এ সময় ড্রাইভারকে খাওয়া-থাকার সুযোগ হয়ত দেবে সরকার এবং জ্বালানি খরচও দেবে। কিন্তু মালিক হিসেবে তারা কিছুই পাবে না। প্রায় একই বক্তব্য রিমন এন্টারপ্রাইজের মালিক রিফাত হোসেন রিমনেরও। তিনি বলছিলেন, এ পর্যন্ত গাজীপুর থেকে তার সাতটি নোয়াহ ও হায়েস গাড়ি রিকুইজিশনে নিয়েছে পুলিশ। জোরপূর্বক গাড়ি নিচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলছিলেন, "তাদের সব খরচ দেওয়ার কথা কিন্তু ড্রাইভারদেরকে থাকার জায়গাই দেয় না। হয়ত ব্যারাকে কোনো চকিতে থাকতে দেয়।„ এসময় তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সারা দেশে দুই থেকে আড়াই লাখ গাড়ি আছে। "সরকারের লক্ষ্য দেড় লাখের মতো। আর এবারের নির্বাচনে রিকুইজিশনের হার অনেক বেশি।„

এদিকে, এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতিও। গত ৩১ জানুয়ারি তারা এক সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে, যেখানে সংগঠনের মহাসচিব মো. সাইফুল আলম জানিয়েছেন, নির্বাচন উপলক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রায় ২০ হাজার দূরপাল্লার যানবাহন রিকুইজিশন করেছে ট্রাফিক পুলিশ এবং এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। তাদের অভিযোগ, রিকুইজিশনকৃত গাড়ির ভাড়া, স্টাফদের বেতন এবং জ্বালানি খরচ কোথা থেকে আসবে, সে বিষয়ে তাদেরকে কোনো সুস্পষ্ট তথ্য জানানো হয়নি। "শহরতলীর একেকটি গাড়ি সাতদিনে অন্তত ৩৫ হাজার টাকা ক্ষতির মুখোমুখি হবে। আগে আমাদেরকে বলা হতো, বাসপ্রতি এই টাকা মালিক পাবে, এই টাকা স্টাফ পাবে, আর তেল সরকারিভাবে দেবে। কিন্তু এবার এই নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যাচ্ছে,„ যোগ করেন তিনি।

গাড়ি রিকুইজিশন : কী, কখন, কোন প্রক্রিয়ায় করা হয়

গাড়ি রিকুইজিশন মানে হলো রাষ্ট্রীয়, জরুরি প্রয়োজনে বা জনস্বার্থে পুলিশ বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক গাড়ি সাময়িকভাবে অধিগ্রহণ করার আইনি প্রক্রিয়া। সাধারণত নির্বাচন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ বা বিশেষ রাষ্ট্রীয় সফরের সময় এটি করা হয়। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) অধ্যাদেশ- ১৯৭৬, ১০৩ ক (১) ধারা অনুযায়ী, গাড়ি রিকুইজিশন করার ক্ষমতা ডিএমপি কমিশনারের। তার লিখিত আদেশবলে এটি করা যায়। তবে এক্ষেত্রে পুলিশকে কিছু নিয়ম অনুসরণ করার কথা উল্লেখ আছে আইনে। সেখানে বলা আছে, সর্বোচ্চ সাতদিনের জন্য যানবাহন রিকুইজিশন করা যেতে পারে এবং এই ধারার অধীনে রিকুইজিশন করা যানবাহনের মালিককে নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু এই রিকুইজিশন প্রক্রিয়া নিয়ে বরাবরই যানবাহনের মালিকদের অভিযোগ ছিল। এখন যেমন কথা উঠছে যে, গাড়ি রিকুইজিশনের পর সরকার তার ক্ষতিপূরণ দেবে কিনা কিংবা পুলিশ তার ক্ষমতার বাইরে যাচ্ছে, নির্বাচনের আগে আগে বরাবরই এগুলো শোনা যায়। অধ্যাদেশের ওই ধারা অপব্যবহারের অভিযোগের কারণেই ২০১০ সালে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করে। ২০১৯ সালের ৩১ জুলাই এ নিয়ে হাইকোর্টের একটি আদেশে বলা হয়, পুলিশ প্রাইভেটকার, সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ট্যাক্সি রিকুইজিশন করতে পারবে না। এরপর ২০২২ সালের ৮ জুন এক পূর্ণাঙ্গ রায়ে হাইকোর্ট গাড়ি রিকুইজিশনের ক্ষেত্রে ১১টি নির্দেশনা দেয়।

গাড়ি রিকুইজিশনের বিষয়ে হাইকোর্টের সেই নির্দেশনায় বলা আছে-

(১) যে-কোনো গাড়ির রিকুইজিশন অবশ্যই জনস্বার্থে করতে হবে।

(২) রিকুইজিশন করা গাড়ি কোনো কর্মকর্তা ব্যক্তিগত বা পরিবারের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না।

(৩) কোনো ব্যক্তি, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন কোনো যানবাহন পূর্ব নোটিশ ছাড়াই রিকুইজিশন করা যাবে না।

(৪) প্রত্যেক থানায় রিকুইজিশন করা গাড়ির তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে।

(৫) রিকুইজিশন করা গাড়ির কোনো ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। গাড়ির পেট্রোল খরচ বহন করতে হবে। চালকদের খাবার খরচও দিতে হবে।

(৬) ছয় মাসের মধ্যে একই গাড়ি দুইবার রিকুইজিশন করা যাবে না।

(৭) নারী, শিশু, রোগী বহনকারী গাড়ি রিকুইজিশন করা যাবে না।

(৮) এসব নির্দেশনা পালনে পুলিশ কমিশনার কর্তৃক একটি সার্কুলার জারি করে তা সব পুলিশ কর্মকর্তার কাছে পাঠাতে হবে।

(৯) কোনো গাড়ি একনাগাড়ে সাতদিনের বেশি রিকুইজিশনে রাখা যাবে না। রিকুইজিশন অর্ডারে নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ থাকতে হবে।

(১০) রিকুইজিশন করা গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(১১) প্রাইভেটকার, সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ট্যাক্সি রিকুইজিশন করা যাবে না।

এদিকে, ২০১০ সালে আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। এ প্রসঙ্গে তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, পুলিশ প্রাইভেটকার রিকুইজিশনে রাখতে পারবে না এবং যদি কেউ নোয়াহ'র মতো বড় গাড়ি রাষ্ট্রকে দিতে না চান, সেক্ষেত্রে পুলিশ তাকে জোর করতে পারবে না। বড়জোর সুনির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে বোঝাতে পারে। রিকুইজিশনের গাড়ি নির্বাচনি প্রচারণা বা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। যে উদ্দেশ্যে গাড়ি নেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করতে হবে। রিকুইজিশনের গাড়িকে সকল ক্ষতিপূরণ-খরচও রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে বলেও তিনি জানান। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস-এর এআইজি এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন এ বিষয়ে বলেন, সরকারি গাড়ির স্বল্পতার কারণে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচনি কাজের জন্যই এখন গাড়ির রিকুইজিশন করা হচ্ছে মূলত। "নির্বাচনের সময় প্রায় ১৬ লাখ লোক কাজ করবে। কমিশন হয়ত এই গাড়িগুলোর কিছু দেবে বিজিবিকে, কিছু দেবে সেনাবাহিনীকে, কিছু ব্যবহার করবে অন্যান্য কাজে।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

নির্বাচনি প্রচারণায় আক্রমণের নতুন হাতিয়ার এআই দিয়ে বানানো ভিডিও, কী করছে ইসি?

আসছে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনি প্রচারণায় এবার চোখে পড়ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর ব্যাপক ব্যবহার। এআই দিয়ে নির্মিত এসব কন্টেন্টে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে যেমন প্রচারণা চালানো হচ্ছে, তেমনি করা হচ্ছে প্রতিপক্ষকে আক্রমণও। এআইয়ের ব্যাপক ব্যবহার শুরুর পর, বাংলাদেশে আয়োজিত হতে যাওয়া প্রথম নির্বাচনে এটি যে বড় একটি ফ্যাক্টর হতে যাচ্ছে, সে বিষয়ে আগেই সতর্ক করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। বিষয়টি মাথায় রেখে নির্বাচনি আচরণবিধিতেও এ সংক্রান্ত নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করেছিল নির্বাচন কমিশন। তা সত্ত্বেও নির্বাচন এগিয়ে আসার সাথে সাথে এআই দিয়ে তৈরি করা আক্রমণাত্মক ভিডিওতে সামাজিক মাধ্যম সয়লাবের যে পরিস্থিতি বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকারের তা সামাল দেওয়ার সামর্থ্য নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। একইসাথে জনসাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতনতা না থাকায় এসব ভিডিও দিয়ে বিভ্রান্ত এবং প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা, প্রকাশ করছেন উদ্বেগও।

জামায়াতকে সমর্থন করে বানানো হয়েছে ভিডিও

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমান সাহায্য পাঠাতে জনসাধারণের কাছে বিকাশ নম্বর চাইছেন-এআই দিয়ে তৈরি করা এমন একটি ভিডিও তাদের মেয়ে জাইমা রহমানের নামে খোলা ভুয়া ফেসবুক আইডি থেকে কয়েক সপ্তাহ আগে পোস্ট করা হয়। সেই ভিডিওটি কেবল ফেসবুকেই দেখেছিল দুই মিলিয়ন বা ২০ লাখ সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী। কেবল এই ভিডিওই না, এভাবে তৈরি করা এমন অসংখ্য ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে, হচ্ছে লাখ লাখ ভিউ। কারণ এই নির্বাচনি মৌসুমে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করা কারও চোখে ভিডিওগুলো না আসা বেশ কঠিন। নির্বাচনের প্রচারণার কৌশল হিসেবেই খুব পরিকল্পিতভাবে এসব কন্টেন্ট নির্মাণ করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। একজন সৈনিক সোফায় শুয়ে আছেন। তার চোখ বন্ধ, দেখে মনে হচ্ছে তিনি হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন, না হয় ঘুমিয়ে পড়তে যাচ্ছেন। আর সেখানে সামনে আসছে নির্বাচনের বড় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল বিএনপি আর জামায়াতে ইসলামীর নাম। ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৫ দিনে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত ৮০০টির বেশি এআই নির্মিত ভিডিও বিশ্লেষণ করেছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ডিসমিসল্যাব। এতে দেখা গেছে, সরকারি ব্যক্তিত্বসহ নানা বয়স, শ্রেণি ও পেশার মানুষদের নিয়ে নির্মিত ভিডিওগুলোর বেশিরভাগই জামায়াতকে সমর্থন করে বানানো হয়েছে।

নির্বাচনি আচরণবিধির ১৬(ছ) ধারায় বলা হয়েছে, "রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি, ভোটারদের বিভ্রান্ত করিবার জন্য কিংবা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কোনো প্রার্থী বা ব্যক্তির চরিত্র হনন কিংবা সুনাম নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোনো মাধ্যমে, সাধারণভাবে বা সম্পাদন করিয়া কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা কোনো মিথ্যা, বিভ্রান্তকর, পক্ষপাতমূলক, বিদ্বেষপূর্ণ, অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ এবং মানহানিকর কোনো আধেয় তৈরি প্রকাশ, প্রচার ও শেয়ার করিতে পারিবেন না।„ ফলে আচরণবিধি অনুযায়ী, এআই ভিডিও তৈরি করে প্রচার-প্রচারণায় কোনো বাধাও নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, প্রচারণার জন্য বানানো এআই ভিডিও কেবল দলগুলোকে সমর্থনই না, করছে আক্রমণও, যা আচরণবিধির লঙ্ঘন। ডিজিটালি রাইটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিরাজ আহমেদ চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে জানান, এআই নির্মিত ভিডিওগুলোর মধ্যে নিখাদ প্রচারণামূলক থেকে শুরু করে বিদ্বেষমূলক, আক্রমণাত্মক, এমনকি ষড়যন্ত্রতাত্ত্বিক কন্টেন্টও আছে। "যে যার উদ্দেশ্য থেকে এই কন্টেন্টগুলো তৈরি করছে। কেউ

নির্বাচনের পক্ষে তৈরি করছে, কেউ বিপক্ষে তৈরি করছে। কেউ দলের পক্ষে তৈরি করছে, কেউ বিপক্ষে তৈরি করছে,„ বলছিলেন তিনি। ”এটা প্রযুক্তির কারণে সহজ হয়েছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে ব্যাপক হয়েছে,„ বলেন মিরাজ আহমেদ চৌধুরী।

রাজনৈতিক দলগুলোর পাল্টাপাল্টি দোষারোপ, কী করছে নির্বাচন কমিশন?

ডিসমিসল্যাবের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, জামায়াতের এজেন্ডা ছড়িয়ে দেওয়া ভিডিওগুলোতে বিএনপিকে চাঁদাবাজ এবং প্রতারক হিসেবে দেখানো হচ্ছে। অন্যদিকে বিএনপির সমর্থনে ছড়ানো এআই ভিডিওগুলোতে আসছে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জামায়াতের বিতর্কিত ভূমিকার বিষয়টি। এসব এআই কন্টেন্ট নিয়ে প্রধান দুই দল যেমন উদ্বেগ প্রকাশ করছে, তেমনি দোষারোপও করছে একে অন্যকে। একইসাথে অস্বীকার করছে নিজেদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি। বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র ও দলের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, ”আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এটি সার্বজনীন অভিযোগ যে তারা বিভিন্ন ধরনের চরিত্র হননে লিপ্ত রয়েছেন।„ এদিকে, ”অন্যায়-অসৎভাবে কিছু করলে তার পরিণামটা ভালো হয় না। দিনশেষে জনগণের কাছে আমাদের যেতে হবে এবং এ ধরনের মিথ্যাচার বা অপপ্রচার জনগণের কাছে একসময় স্পষ্ট হয়ে যাবে,„ বলছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এআই ভিডিও তৈরি ও প্রচারের পেছনে রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের সংশ্লিষ্টতা বেশি দেখা গেলেও, অর্থ উপার্জনের জন্যেও নির্বাচনি মৌসুমকে বেছে নিয়েছেন কেউ কেউ। ফলে এআই দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া এমন ক্লিকবেইট খবর বিভ্রান্তি তৈরি করছে। কিন্তু এমন ক্ষতিকর এআই ভিডিওর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন কী ব্যবস্থা নিয়েছে? ”ইউএনডিপির সাথে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি, আচরণবিধির সাথে কাস্টমাইজ করে, এটার সাথে এআইয়ের মাধ্যমে স্ক্যানিং ব্যবস্থা করা আছে,„ বলেন নির্বাচন কমিশনের আইন-শৃঙ্খলা সমন্বয় সেলের মুখ্য সমন্বয়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আজিজুর রহমান সিদ্দিকী। নিজেদের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেন, বেছে বেছে গুরুতর প্রকৃতির যে-সব কন্টেন্ট আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে খারাপ করে, রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করতে পারে, কেবল সেগুলোর বিরুদ্ধেই নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে সামাজিক মাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলোতে পাঠানো হয়।

নিয়ন্ত্রণের সীমা নির্ধারণের সতর্কতা

এআই ভিডিওর মাধ্যমে কম খরচে অনেক ভিডিও তৈরি করার সুযোগ থাকায়, অনেক প্রার্থীর জন্য এটি প্রচারণার ইতিবাচক মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ফলে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' তৈরি হচ্ছে বলেও মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের অনেকে। তবে যে-কোনো এআই নির্মিত কন্টেন্টের ক্ষেত্রে লেবেলিং নিশ্চিত করার দিকটিতেই গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলছেন বিশ্লেষকরা, যাতে করে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত না হন। একইসাথে এআই কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সতর্কতার কথাও বলছেন মি. চৌধুরী। তার মতে, ক্ষতিকর কন্টেন্টকে নিয়ন্ত্রণ 'করতেই হবে'। কিন্তু সেখানেও দক্ষতা দরকার। অর্থাৎ কোন কন্টেন্ট ক্ষতিকর তা বুঝতে না পারলে সাধারণ সমালোচনাকেও কণ্ঠরোধ করা হতে পারে। ”এই ক্যাপাসিটি ইলেকশন কমিশনের কতটুকু আছে আমার জানা নাই,„ বলছিলেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

ভোটের পর নতুন সরকারের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ আসলে কোনগুলো

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ এগিয়ে আসার সাথে সাথে আলোচনায় আসতে শুরু করেছে যে, ভোট পরবর্তী নতুন সরকারের জন্য কোন কোন বিষয়গুলো বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হতে পারে। ব্রাসেলস-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ' তাদের এক নিবন্ধে নতুন সরকারের জন্য অন্তত পাঁচটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করছে, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো 'আওয়ামী লীগকে ঘিরে রাজনৈতিক সমঝোতার মতো জটিল বিষয়'। অবশ্য সংস্থাটি এটিও বলছে যে, নির্বাচিত সরকার হওয়ার কারণে সমস্যা সমাধানে কাজ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নতুন সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তা নিতে পারবে। বিশ্লেষকরা অবশ্য বলছেন, কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর মব সন্ত্রাসসহ বিভিন্ন কারণে আইন-শৃঙ্খলার যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা থেকে উত্তরণটা এবং এটি করতে যে রাষ্ট্র বা সরকারের সক্ষমতা আছে, প্রাথমিকভাবে সেটি প্রমাণ করাই হবে নতুন সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ। তারা বলছেন, আওয়ামী লীগ ইস্যু ছাড়াও ভারতের সাথে সম্পর্ক এবং বৈশ্বিক চাপ সামলিয়ে রোহিঙ্গা ইস্যুতে শক্ত অবস্থান নেওয়াটাই নতুন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে। ক্রাইসিস গ্রুপের দিক থেকেও নতুন সরকারের চ্যালেঞ্জগুলোর তালিকায় এসব ইস্যু ঠাঁই পেয়েছে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। নির্বাচনে দৃশ্যত মূল প্রতিযোগিতা হচ্ছে বিএনপি জোট ও জামায়াতে ইসলামীর জোটের মধ্যে এবং দুই জোটই ক্ষমতায় যাওয়ার আশা করছে। ২০২৪ সালের আগস্টে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না। দলটির কার্যক্রম অন্তর্বর্তী সরকার নিষিদ্ধ করেছে।

যে-সব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে ক্রাইসিস গ্রুপ

ক্রাইসিস গ্রুপের সিনিয়র কনসালট্যান্ট টোমাস কিনের একটি নিবন্ধ সোমবার প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। এতে ২০২৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে গত দেড় বছরে বাংলাদেশে সামগ্রিক চলমান ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরা হয়েছে। এই নিবন্ধেই তিনি বাংলাদেশের নতুন সরকারকে সম্ভাব্য যে-সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে তার একটি ধারণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বেশ কয়েকটি কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভোট বাংলাদেশকে শুধু সাংবিধানিক কাঠামোতেই ফেরাবে না, বরং ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর প্রথমবারের মতো সত্যিকার জনরায়ের ভিত্তিতে একটি সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসবে। "দুর্বল প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে পোশাক রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল ধীরগতির অর্থনীতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবসহ একগুচ্ছ চ্যালেঞ্জ নতুন প্রশাসনকে মোকাবিলা করতে হবে। তাকে সামলাতে হবে ভারতের সাথে সম্পর্কের ইস্যুসহ যুক্তরাষ্ট্র চীন প্রতিযোগিতার প্রভাব ও রোহিঙ্গা ইস্যুসহ জটিল পররাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন দিক,„ ওই নিবন্ধে বলা হয়েছে। টোমাস কিন লিখেছেন, হাসিনার পতনের পর হিযবুত-তাহরিরের মতো উগ্র ইসলামপন্থি গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং এদের মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগ আছে। তার মতে, নির্বাচনের পরে নতুন সরকারকে রাজনৈতিক সমঝোতার জটিল ইস্যুও মোকাবিলা করতে হবে, কারণ ইতিহাস ও শক্ত ভোট ভিত্তির কারণে আওয়ামী লীগকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা সম্ভব নয়।

"২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে দলের কর্মকাণ্ডের কারণে নতুন নেতৃত্বের অধীনে হলেও, আওয়ামী লীগকে আবার নির্বাচনি রাজনীতিতে ফিরতে দেওয়া রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে। আওয়ামী লীগের কোনোভাবে প্রত্যাবর্তনের শর্ত নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঐকমত্য গড়ে উঠলে এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে সংঘাতের ঝুঁকি কমবে।„ টোমাস কিন লিখেছেন, তিনি মনে করেন এটি করতে হলে আওয়ামী লীগকে আগে সহিংসতার জন্য অনুশোচনা করতে হবে, যা করতে শেখ হাসিনা এখনো অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছেন। তবে এক্ষেত্রে সমঝোতায় পৌঁছাতে ভারত ও অন্য বিদেশি প্রভাবশালী সরকারগুলো মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তার মতে, দেশের তরুণদের আশা পূরণে ব্যর্থতার কারণে আগামী বছরগুলোতে দেশের স্থিতিশীলতার জন্য বড় হুমকি আসতে পারে।

এগুলোই প্রধান চ্যালেঞ্জ?

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, নতুন প্রশাসনের সামনে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং একই সাথে দেশ শাসন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পুরোনো সংস্কৃতির পরিবর্তন করে ভিন্নতাটা তুলে ধরে জনমনে আস্থা অর্জন করাই হবে নতুন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। "কর্তৃত্ববাদ পরবর্তী সময়ে মবসহ আইন-শৃঙ্খলার যে অবস্থা তৈরি হয়েছে, সেই বিবেচনায় আইন-শৃঙ্খলা ঠিক করা এবং রাষ্ট্র ও সরকার যে সেটি করতে সক্ষম, সেই আস্থা জনমনে ফিরিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ তাদের থাকবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। ক্রাইসিস গ্রুপের নিবন্ধেও বলা হয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা খাতে সংস্কার প্রায় অগ্রগতি পায়নি এবং পুলিশ বাহিনীর ওপর মানুষের আস্থা ফেরেনি।

এছাড়া, পুলিশের দুর্বল অবস্থানের কারণে মব সন্ত্রাস, বিশেষ করে দল বেধে মানুষকে পিটিয়ে হত্যা বেড়েছে। র‍্যাব, ডিজিএফআইয়ের মতো সংস্থাগুলোতে সংস্কার হয়নি বলে ওই নিবন্ধে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, দেশটির অন্তত তিনটি মানবাধিকার সংগঠন ২০২৫ সালের অর্থাৎ গত এক বছরের যে মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তাতে বলা হয়েছে, মব ভায়োলেন্স বা সন্ত্রাস বছর জুড়ে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। এসব সংগঠন বলছে, ২০২৫ সাল জুড়ে মব সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশজুড়ে ভিন্নমত ও রাজনৈতিক ভিন্ন আদর্শের মানুষ এবং মাজার, দরগা ও বাউলদের ওপর হামলা, নিপীড়নের ঘটনা ক্রমাগত বাড়লেও, এর বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দৃশ্যমান পদক্ষেপ খুব একটা দেখা যায়নি। এমনকি পুলিশের উপস্থিতিতেও মবের মতো ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। এসব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা না নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের নিষ্ক্রিয়তা নাগরিকদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা এবং ভয় আরো বাড়িয়ে দিয়েছে বলেও অনেকে মনে করেন। ঢাকায় দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার ভবনে হামলা ও আগুন দেওয়ার ঘটনাতেও সরকারের দিক থেকে কার্যকর কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে আইন-শৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, থানা, পুলিশ, সচিবালয়সহ কোথাও কোনো চেইন অব কমান্ড নেই। "এ বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তিটাই হবে নতুন সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন জায়গায় কিছু ব্যক্তি দানব হয়ে উঠেছে এবং তারা যা খুশী করছে। দেখার বিষয় হবে পরবর্তী সরকার কীভাবে এটি মোকাবিলা করে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন মি. রহমান। এবার সংসদ নির্বাচনের সাথে গণভোটও হবে সাংবিধানিক সংস্কারের লক্ষ্যে। ফলে নির্বাচনে যারাই জিতবেন তারা রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য সাংবিধানিক সংস্কার, সংসদে আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রপরিচালনা- এই তিন ক্ষেত্রেই ভূমিকা রাখার সুযোগ পাবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে অতীতের সরকার ও রাজনীতির যে সংস্কৃতি, সেটির পরিবর্তে জনপ্রত্যাশা পূরণে কতটা ভিন্নতা তারা দেখাতে পারেন, সেটিও নতুন সরকারের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে করেন ড. ইফতেখারুজ্জামান। তবে ক্রাইসিস গ্রুপের নিবন্ধে আওয়ামী লীগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সমঝোতার যে

চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে ড. ইফতেখারুজ্জামান মনে করেন, নতুন সরকারকে প্রতিবেশী ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ও আওয়ামী লীগের নিজের পদক্ষেপের ওপর অনেকটাই নির্ভর করতে হবে।

ইতোমধ্যেই ঢাকায় বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার জানাজার দিনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকায় আসা এবং পরে ভারতের লোকসভায় মিসেস জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশকে- ভারত সরকারের দিক থেকে বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারের সাথে কাজ করার আগ্রহের একটি ইঙ্গিত বলেও মনে করছেন অনেকে। "আওয়ামী লীগের ইস্যুটি দলটির নিজের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। পাশাপাশি বড় প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কের বিষয়টিও নতুন সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে,„ বলছিলেন ড. ইফতেখারুজ্জামান। অধ্যাপক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান বলছেন, ভারতের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চ্যালেঞ্জ যেমন নিতে হবে, তেমনি রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রভাবশালী কিছু দেশ যেভাবে চাপ তৈরি করতে শুরু করেছে, নতুন সরকারকে সেটিও সামলাতে হবে। "স্থবির ব্যবসা বাণিজ্যকে সচল করা এবং পুরোপুরি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়া শিক্ষা খাতে শৃঙ্খলা ফেরানোর চ্যালেঞ্জও নতুন সরকারকে নিতে হবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. রহমান। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

জাপানের সাথে জ্বালানি সহযোগিতাকে 'পারস্পরিকভাবে লাভজনক' বলে অভিহিত করেছে রাশিয়া

একটি টেক্সট-টু-স্পিচ পরিষেবা দ্বারা ভয়েস তৈরি করা হয়েছে। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দূরপ্রাচ্যের সাখালিন অঞ্চলে জ্বালানি প্রকল্পে জাপানের সাথে সহযোগিতাকে "পারস্পরিকভাবে লাভজনক„ বলে অভিহিত করেছে। সোমবার মন্ত্রণালয় এই মূল্যায়ন প্রকাশ করে। গত মাসে এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ তার নির্ধারিত সময়ে যে-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি, অনলাইনে সেগুলোর জবাব দিচ্ছিল তারা। মন্ত্রণালয় লিখেছে যে, সাখালিন প্রকল্পে জাপানি ব্যাবসার অব্যাহত উপস্থিতিকে রুশ সরকার কোনও বাধা দেয় না। এতে আরও বলা হয় যে, জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের গুরুত্ব জাপানও স্বীকার করে। রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ শুরু করার পরেও, জাপান সাখালিন-১ এবং সাখালিন-২ নামক তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রকল্পে অংশগ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। জাপান সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি কনসোর্টিয়াম এবং ট্রেডিং হাউসগুলো এইসব প্রকল্পের শেয়ারের মালিক। (এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ০৩.০২.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

নাহিদের আবেদন খারিজ, কাইয়ুম প্রার্থী থাকছেন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এম এ কাইয়ুমের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত বহাল রয়েছে। ওই সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়ে একই আসনের প্রার্থী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের করা রিট হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের বেঞ্চ মঙ্গলবার এই আদেশ দেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

কেন তাড়াহুড়ো করে শিক্ষা আইন করছে অন্তর্বর্তী সরকার?

প্রায় দেড় বছর পর অন্তর্বর্তী সরকার মেয়াদের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে হঠাৎ করেই শিক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিডাব্লিউ-এর কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলোর রিপোর্ট জানাচ্ছে, মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বজনীন করার জোর দাবি থাকলেও, প্রস্তাবিত আইনের খসড়ায় প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম শ্রেণিতেই সীমাবদ্ধ রেখে বাধ্যতামূলক করার কথা হয়েছে। এটি মূলত ১৯৯০ সালের বিদ্যমান আইনেরই পুনরাবৃত্তি। শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, শিক্ষা আইন করার বিষয়ে আলোচনা চলছে দেড় দশক ধরে। কিন্তু এখন অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই, তাড়াহুড়ো করে আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। মাত্র নয়দিন পর ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এরপর গঠিত হবে নতুন সরকার। এমন পরিস্থিতিতে মতামত নেওয়ার জন্য ১ ফেব্রুয়ারি (রোববার) আইনের খসড়াটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। আইনের খসড়ার বিষয়ে মতামত দেওয়ার সময় রাখা হয়েছে মাত্র ছয়দিন, ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এর মধ্যে শুক্র ও শনিবার মিলিয়ে তিনদিনই সরকারি ছুটি। এমন তাড়াহুড়ো করে আইনটি করলে, সেটা শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নে কাজে আসবে না বলে মনে করেন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। খসড়ায় বলা হয়েছে, সরকার কোচিং সেন্টার, সহায়ক পুস্তক (নোট বই) বা গাইড বই (যে নামেই অভিহিত হোক) প্রকাশ ও প্রাইভেট টিউশন নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করবে এবং ধারাবাহিকভাবে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে আইন কার্যকর হওয়ার তিন বা পাঁচ বছরের মধ্যে এসব কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধের উদ্যোগ নেবে। অথচ ১৯৮০ সালের একটি আইনে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নোট-গাইড নিষিদ্ধ। আবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১২ সালের নীতিমালা অনুযায়ী, সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার কোনো শিক্ষক তার নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোচিং করাতে পারবেন না। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা-বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষা

আইন এমন একটি বিষয়, যা সব শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রভাবিত করবে। সে ধরনের একটি আইনের জন্য এত অল্প সময় দিয়ে মতামত কেন চাওয়া হলো, তা বোধগম্য নয়।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

ভোটের আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক চুক্তিতে সই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণের মাত্র তিনদিন আগে অন্তর্বর্তী সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি শুল্ক চুক্তি করতে যাচ্ছে। ডিডাব্লিউ-এর কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলোর রিপোর্ট অনুযায়ী, ৯ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে এ চুক্তি সই হওয়ার কথা। সরকারের বিদায় বেলায় চুক্তিটি করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন ওঠার বড় কারণ, চুক্তির খসড়ায় কী আছে, তা কেউ জানে না। চুক্তির সবকিছু গোপন রাখার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আগেই নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট বা এনডিএ সই করেছে বাংলাদেশ। ৯ ফেব্রুয়ারি চুক্তি হলে কয়েকদিন পরই অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ শেষ হবে। কারণ, ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। এরপর নির্বাচনে বিজয়ী দল গঠন করবে নতুন সরকার। চুক্তি বাস্তবায়নের দায় পড়বে নির্বাচিত সরকারের উপরই। দেশের শীর্ষ রপ্তানি আয়কারী তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ-এর জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ইনামুল হক খান প্রথম আলোকে বলেছেন, চুক্তির খসড়ার ওপর আলোচনা দরকার। কারণ, এ চুক্তির ফলে যারা ক্ষতির শিকার হতে পারেন, তারা এ ব্যাপারে অন্ধকারে রয়েছেন।

অথচ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছে। আমি এখনো মনে করি, এটা নির্বাচনের পর হওয়ার দরকার। কারণ, এর বড় ধরনের তাৎপর্য রয়েছে। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকীন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, চুক্তির খসড়ায় কী আছে, জানা নেই। ফলে মন্তব্য করা কঠিন। তবে নির্বাচনের ঠিক আগে অন্তর্বর্তী সরকার এ পথে না গেলেই পারত। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের ওপরই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এ চুক্তি করার দায়িত্ব থাকাটা ভালো ছিল। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য প্রথম আলোকে বলেন, চুক্তিটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে হচ্ছে না এবং খসড়া গোপনীয় বলে এর ভালো-মন্দ বিচার করার সুযোগও তৈরি হয়নি। তিনি বলেন, রাখাইনে মানবিক করিডোর চালুর ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব থাকলেও, ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এসেছে সরকার। বন্দরের মতো কিছু আবার চুপেচাপে করেও ফেলেছে। তবে শুল্ক চুক্তিটি নির্বাচনের পরে হলে রাজনৈতিক দলগুলো আলোচনা করতে পারত। যে নির্বাচিত সরকার আসছে, তার হাত-পা বেধে দেওয়া হচ্ছে কি না, তা-ও ভাবার বিষয়। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জামায়াত, যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এবং নির্বাচনে কৌশল

সম্প্রতি ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, জামায়াতকে বন্ধু হিসাবে পেতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। তবে এক সপ্তাহের মধ্যেই ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, জনগণের নির্বাচিত যে-কোনো সরকারের সাথে কাজ করতে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করেন, জামায়াতে ইসলামী আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় সবগুলো চ্যানেলেই এগিয়ে গেছে। তাদের নিয়ে পশ্চিমাদের আপাতত কোনো অস্বস্তি নেই এবং এর ফলে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বিএনপির সঙ্গে জামায়াত শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলবে বলেও মনে করেন তারা। তবে, বিশ্লেষকদের আরেক অংশে এ বিষয়ে প্রবল ভিন্নমতও আছে। তারা মনে করেন, জামায়াতকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আসলে একটি কূটকৌশল করছে। যুক্তরাষ্ট্র আসলে বাংলাদেশে একটি দুর্বল সরকার চায়, যার সহায়তায় তারা তাদের সুবিধাগুলো আদায় করে নিতে পারবে। বিশ্লেষকদের এই অংশ আরো মনে করেন, জামায়াতের এখন যে `চেহারা, দেখা যাচ্ছে, সেটা `আসল চেহারা, নয়, তাদের `আসল চেহারা, ১৯৭১ সালে দেখা গেছে। তারা যদি কখনও ক্ষমতায় যায়, তাহলে আবার সেই `আসল চেহারা, দেখা যাবে। যা আছে ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে গত ২২ জানুয়ারি ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি, ঢাকায় কয়েকজন নারী সাংবাদিকের সঙ্গে মার্কিন কূটনীতিকের বৈঠকের অডিও,র ওপর ভিত্তি করে তৈরি। ফাঁস হওয়া অডিওকে উদ্ধৃত করে সেখানে বলা হয়, ২০২৫ সালের ১ ডিসেম্বর বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে মার্কিন কূটনীতিকরা ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে ভালো ফল করতে পারে, এমন ধারণা ব্যক্ত করেন। ওয়াশিংটন পোস্টের সেই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, "চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নব উদ্যমে এগিয়ে যাওয়া ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র।„ বৈঠকে মার্কিন কূটনীতিক বলেন, "আমরা তাদের (জামায়াতে ইসলামী) বন্ধু হিসাবে চাই।„ সরকার গঠন করলে জামায়াতে ইসলামী যদি শরিয়া আইন চাপিয়ে দেয় কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দ নয়, এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়, তাহলে কী হবে- এমন প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, সেক্ষেত্রে ওয়াশিংটন প্রভাব খাটাবে। তারা মনে করেন জামায়াত শরিয়া চাপিয়ে দেবে না এবং সেরকম কিছু করলে যুক্তরাষ্ট্র পরদিনই ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দিতে পারে- এমন কথাও বলা হয় ওয়াশিংটন পোস্টের বহুল আলোচিত সেই প্রতিবেদনে। মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র মনিকা শাই ওয়াশিংটন পোস্ট-এর কাছে ওই বৈঠকের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, "ডিসেম্বরে মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা ও স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে রুটিন বৈঠক ও অপ্রকাশযোগ্য আলোচনা হয়েছিল।„ তিনি আরো বলেন, "আমি মনে করি না যে, জামায়াত শরিয়া

চাপিয়ে দেবে। যদি দলটির নেতারা উদ্‌বিগ্ন হওয়ার মতো পদক্ষেপ নেয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র পরদিনই ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দিতে পারে।„

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের `আশ্বাস,

এদিকে, গত সপ্তাহে (বুধবার) নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসিরউদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে ঢাকায় নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিষ্টেনসেন বলেছেন, "বাংলাদেশের জনগণ যে সরকারকে নির্বাচিত করবে, যুক্তরাষ্ট্র সেই সরকারের সাথেই কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছে।„

`মডারেট জামায়াত, সাময়িক `কৌশল,?

এবারের নির্বাচনে জামায়াতের টার্গেট ছিল ইসলামপন্থি সব দলের ভোট এক বাক্সে আনা। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ১১ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে যায়। তবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল এনসিপি যোগ দেওয়ায় জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোট নতুন মাত্রা পেয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকদের একাংশ। সাবেক কূটনীতিক সাকিব আলী ডয়চে ভেলেকে বলেন, "জামায়াতের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো, তারা পশ্চিমাদের গুডবুকে রয়েছে। তাদের নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অস্বস্তি নেই। বরং তারা জামায়াতকে বন্ধু হিসাবে পেতে চায়।„ তার কথা, "আমার মনে হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জামায়াতের অনেকদিন ধরেই কথা বা সাক্ষাৎ হচ্ছে। জামায়াতের প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটনে স্টেট ডিপার্টমেন্টেও গিয়েছিল। আরেকটা বিষয় হলো, অন্যান্য দলের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে এখানকার (দূতাবাস) থেকে অভিযোগ গেছে। কিন্তু জামায়াতের ব্যাপারে অফিসিয়াল কোনো অভিযোগ গেছে বলে আমার জানা নেই। জামায়াতকে তারা একটা মডারেট ইসলামী দল বলে মনে করে।„ তিনি আরো বলেন, "জামায়াত আসলে বাস্তবতা বিবেচনা করে তাদের রাজনৈতিক কৌশল নিয়েছে। এর ফলে দুই বছর আগেও কেউ চিন্তা করতে পারেনি যে, জামায়াত ক্ষমতার দাবিদার হবে। অনেক সময় একটি `ন্যারোবেজড পার্টি, কিন্তু ক্ষমতায় চলে যেতে পারে। কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে হলে `বিগ টেন্ট পার্টি, হতে হয়। এক তাঁবুর নীচে সবাইকে ধারণ করতে হয়। জামায়াত সেই চেষ্টা করছে বলে আপাতত মনে হচ্ছে। এজন্যই তারা তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বলেছিল, নির্বাচনে যে-ই জিতুক, যেন জাতীয় সরকার হয়।„ তবে সাবেক এই কূটনীতিক বলেন, "এটাকে আমি ইসলামপন্থার উত্থান হিসাবে দেখছি না। জামায়াত কিছু ইস্যু সামনে নিয়ে এসেছে। আবার শরিয়া আইনের ব্যাপারেও এখন কিছু বলছে না। তারা চাঁদাবাজি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

ইনসাফের কথা বলছে। এইভাবে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এ পর্যন্ত যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়েছে, সব কটিতে তারা জয় পেয়েছে। এতে তরুণদের মধ্যে তাদের নিয়ে আগ্রহ বোঝা যায়। তারা কিন্তু সবাই ইসলামী শাসন কয়েমের জন্য ভোট দেয়নি।„ জামায়াতের বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধার বিশ্লেষণ একেবারেই অন্যরকম। তিনি মনে করেন, "জামায়াত কোনো মডারেট দল নয়। তারা এখন কৌশলগত কারণে তাদের মূল চরিত্র লুকিয়ে রাখছে। ১৯৭১ সালে তাদের আসল রূপ এ দেশের মানুষ দেখেছে। তারা যদি কখনো ক্ষমতায় যেতে পারে, তাহলে তাদের আসল রূপ আবার দেখা যাবে।„ ডয়চে ভেলেকে তিনি আরো বলেন, "তারা যতই চেষ্টা করুক তারপরও এই সময়ে, বিশেষ করে নানা ঘটনায় নারীদের নিয়ে তাদের অবস্থান প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে, তারা নারীকে পুরুষের অধীনে রাখতে চায়। ঘরে রাখতে চায়। আর তারা তো একজন নারীকেও নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়নি। তাহলে তারা মডারেট কীভাবে হয়?" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের `গুডবুকে, রয়েছে জামায়াত- এ ধারণা সম্পর্কে তার বক্তব্য, "যুক্তরাষ্ট্র এখন বিভিন্ন উপায়ে মুসলিম দেশে প্রবেশ করছে। বাংলাদেশেও তারা একটি অনুগত সরকার চায়। আর সেই সরকারটি দুর্বল ও বিতর্কিত হলে তাদের সুবিধা। তাহলে বাংলাদেশে তাদের যে নানা ধরনের পরিকল্পনা আছে, সেটা বাস্তবায়ন করতে পারবে, চাপ দিতে পারবে। সেক্ষেত্রে জামায়াত তাদের জন্য ভালো হবে বলে তারা মনে করছে। আমরা যদি কয়েকটি মুসলিম দেশের দিকে তাকাই, তাহলে দেখবো যুক্তরাষ্ট্র সেইসব দেশে এভাবেই অনুপ্রবেশ করেছে। তাই তারা জামায়াতের দিকে ঝুঁকছে। অন্য কোনো কারণ নেই।„ অধ্যাপক ড. রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা মনে করেন, "জামায়াত অনেকটা শেয়াল মামার মতো। তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলছে। কিন্তু তারা যখন নিয়োগের সুযোগ পায়, দলীয় লোকজনকে নিয়োগ দেয়। তারা যখন ২০০১ সালে বিএনপির সাথে সরকারে ছিল, তাদের দুইজন মন্ত্রী ছিল, তখন কিন্তু দুর্নীতির কথা বলেনি। তারা গণতন্ত্রের কথা বলে নিজেদের মতাদর্শ চাপিয়ে দেয়। জুলাই সনদে জামায়াত সই করেছে। কিন্তু সনদ মানছে না। `হ্যাঁ, ভোটের পক্ষে কথা বলছে। কিন্তু জুলাই সনদে যে পাঁচ শতাংশ নারী মনোনয়ন দেওয়ার কথা আছে, সেটা কিন্তু তারা করেনি। এটা তো প্রতারণা। ফলে, জামায়াতের সততার জায়গাটি তো প্রশ্নবিদ্ধ!„

১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় নির্বাচনে ইতিহাসে তাদের সর্বোচ্চ ১৮টি আসন পেয়েছিল জামায়াত। এরপর ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তারা বর্জন করে। ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত পায় তিনটি আসন। এর পরের অষ্টম জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির সঙ্গে আবার জোট করে তারা আসন পায় ১৭টি। এরপর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পায় মাত্র দুটি আসন। এককভাবে জামায়াত সর্বোচ্চ তিনটি আসন পেয়েছে। তখন তাদের ভোট গড়ে পাঁচ শতাংশের

বেশি ছিল না। তবে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হয়। ফলে তারা ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন পর জামায়াত বিএনপির `ছায়া, থেকে বের হয়ে এখন বিএনপিরই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। বিভিন্ন জরিপে বিএনপি ও জামায়াতের ভোট কাছাকাছিই দেখানো হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাব্বির আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "জামায়াতের জন্য ক্ষমতায় যাওয়ার একটা সম্ভাবনা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র-শিবিরের বিজয় তো সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তারা তো পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছে। কিন্তু ক্ষমতায় না গেলেও, জামায়াত যদি এবার শক্তিশালী বিরোধী দলও হয়, সেটাও তো তাদের জন্য হবে বড় অর্জন। তারা তো অতীতে এককভাবে তিনটির বেশি আসন পায়নি। এবার যদি ৩০-৪০টি আসনও পায়, তাহলেও তো জামায়াতের বড় ধরনের উত্থান হবে।„ "আর যে অডিও,র কথা বলা হচ্ছে, সেটা যদি সঠিক হয়, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাদের প্রতি যে ঝোঁক, তা বোঝা যায়। জামায়াত ওই ফ্রন্টেও কাজ করেছে। নানাভাবেই এটা স্পষ্ট যে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও তাদের দিকে আনতে সক্ষম হয়েছে। এটা খুবই সিগনিফিক্যান্ট,„ বলেন তিনি।

তবে তিনি মনে করেন, কৌশলগত কারণে এখন যে অবস্থানেই থাকুক, ভবিষ্যতে জামায়াত `ইসলামী রাজনৈতিক দর্শন, বাস্তবায়নের দিকে এগোবে। "জামায়াত তো ইসলামকে ছেড়ে দেবে না। তাহলে তো তাদের রাজনীতি থাকবে না। তারা আপাতত কম্প্রোমাইজ করছে। কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের যে ইসলামী রাজনৈতিক দর্শন, সেটা বাস্তবায়নের দিকে আস্তে আস্তে এগোবে,„ বলেন তিনি। সিনিয়র সাংবাদিক মাসুদ কামালও মনে করেন জামায়াতের বর্তমান অবস্থান এবং বক্তব্য দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার নয়। তার ভাষায়, "জামায়াত আসলে অভিনয় করছে। তারা এখন যা বলছে, তা লোক দেখানো। তাদের আসল চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি, হবেও না। আমরা হয়ত জামায়াত নেতা শিশির মনির বা ড. গালিবকে দেখছি। কিন্তু জামায়াতকে বুঝতে হলে তাদের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা দেখতে হবে। সেখানে কারা আছে? তারা কিন্তু জামায়াতের মূল চালিকাশক্তি। তারাই নির্ধারণ করে জামায়াতের পলিসি। এই দলটি যদি ক্ষমতায় যায়, তাহলে তারা তাদের আসল চরিত্র প্রকাশ করবে। এখন যা বলছে, তা তারা করবে না।„ মাসুদ কামাল আরো বলেন, "জামায়াত যেহেতু কখনই পুরোপুরি ক্ষমতায় ছিল না। ফলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের দুর্নীতির তেমন কোনো রেকর্ড নেই। কিন্তু ক্ষমতায় গেলে কী করবে, তা তো এখনই বলা যাচ্ছে না। খালেদা জিয়ার কেবিনেটে শিল্প ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দুইজন মন্ত্রী ছিল তাদের। ওই দুই মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি তুলনামূলক কম হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু দুর্নীতি হয়নি, তা তো বলা যায় না। আর তারা ওই দুই মন্ত্রণালয়ে তো আহামরি কোনো কাজ দেখাতে পারেনি। আমরা আসলে দুর্নীতির মহোৎসব দেখে অভ্যস্ত। ফলে বিবেচনটা সেরকম হচ্ছে।„

আসন্ন নির্বাচনে জামায়াতের সম্ভাবনা

ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আরেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ মনে করেন, "এবারের নির্বাচনে তরুণদের একটা বড় ভূমিকা থাকবে। তারা প্রায় ৪০ শতাংশ। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, তাদের প্রতি তরুণদের একটা ঝোঁক আছে। আমার ধারণা, নির্বাচনে জামায়াত বেশ ভালো করবে। কিন্ত সম্ভবত ক্ষমতায় যেতে পারবে না। তা না হলেও তাদের খুব বড় ধরনের উত্থান হবে বলে মনে হচ্ছে।„ আসন্ন নির্বাচনে সার্বিকভাবে ইসলামী দলগুলোর সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি বলেন, "তারা (জামায়াত) নিজেদের মডারেট ইসলামী দল হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। এটা তাদের সুবিধা দিচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু ইসলামী দল ডগমেটিক। ফলে এটাকে ইসলামপন্থার ঠিক উত্থান বলা যাবে না। জামায়াত সুনির্দিষ্ট কিছু ইস্যু সামনে এনে অবস্থান শক্ত করছে। তারা সন্ত্রাস, দুর্নীতি, চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। বলছে, সব দলকে তো দেখা হয়েছে, তাদের একবার সুযোগ দেওয়া হোক। তারা কিন্তু ইসলামী আইন ও শাসন ব্যবস্থার কথা সামনে আনছে না। তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কথাই বলছে।„ তিনি মনে করেন, "ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জামায়াতের সঙ্গে না থাকায় সব ইসলামী দলের ভোট এক বাক্সে আনার যে পরিকল্পনা জামায়াত নিয়েছিল, সেটা সফল না হলেও, তারা এনসিপি এবং অন্য ইসলামী দলকে সাথে নিতে পেরেছে। আর তারা প্রথম থেকেই গণভোটে `হ্যাঁ,-এর পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এটার অন্য ধরনের গুরুত্ব আছে।„

তবে সাংবাদিক মাসুদ কামাল মনে করেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জামায়াতকে ক্ষমতায় দেখতে চায় বা জামায়াতকে বন্ধু হিসাবে পেতে চায়, অন্যদের ব্যাপারে চায় না- এই বয়ান আমার কাছে সঠিক মনে হয় না। কারণ, আমরা জামায়াতকে নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মার্কিন কূটনীতিকদের বৈঠকের কথা জানতে পেরেছি। এরকম বৈঠক তারা হয়ত বিএনপিকে নিয়েও করেছে, যেটা ফাঁস হয়নি। তাই আমরা জানি না। আমার মনে হয় না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো বিশেষ দলের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে।„ তিনি বলেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পরপর পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংসদে শিবিরের জয়ে তরুণ ভোটারদের মধ্যে জামায়াত আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়ী হলে ধরে নেওয়া যেত, এটা একটি দুর্ঘটনা। এটা জাতীয় নির্বাচনে কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলবে। কারণ, এবার তরুণ ভোটাররা সংখ্যায় অনেক। তবে এটা জামায়াতকে ক্ষমতায় যাওয়ার মতো সুবিধা দেবে বলে মনে হয় না।„ কিন্তু ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ যে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে তারা জয়ী হয়েছে, সেখানে তাদের দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে। এরই

মধ্যে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিরক্ত হচ্ছে, প্রতিবাদও হচ্ছে। এটা তাদের জন্য আবার নেতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে। তরুণরা বুঝতে পারছে, ক্ষমতায় যাওয়ার আগে তারা কী এবং ক্ষমতায় যাওয়ার পরে তাদের চরিত্র কেমন হয়। এটাও কিন্তু জামায়াতের চরিত্র বুঝতে সহায়তা করছে,„ বলেন মাসুদ কামাল। তিনি আরো বলেন, "আমরা ভোটের হিসাব করি ২০০৮ সালের নির্বাচন দিয়ে। কিন্তু তারপর ১৫-১৬ বছরে ভোটের প্যাটার্নে কী পরিবর্তন এসেছে, তা কিন্তু আমরা জানি না। আমার মনে হয়, আগে যে জামায়াতের চার-পাঁচ শতাংশ ভোট ছিল, তার চেয়ে তাদের ভোট অনেক বেড়ে যাবে।„ (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ ও রোহিঙ্গাদের ঘরে ফেরার লড়াই

মিয়ানমারের রাখাইনে গৃহযুদ্ধের মাঝে পড়ে রোহিঙ্গাদের ভোগান্তি বেড়েছে। তবে সেই লড়াইয়ে তাদের শরিকও হতে হচ্ছে। কখনও স্বেচ্ছায়, কখনো বাধ্য হয়ে। বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীগুলোর একটি রোহিঙ্গা। সেনাবাহিনীর দমন-পীড়নের কারণে ২০১৭ সালে তাদের সবচেয়ে বড় অংশটি মিয়ানমারের নিজভূমি থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। দশ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা এখন প্রতিবেশী বাংলাদেশে আশ্রিত। সেখানে তাদের সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত। রোহিঙ্গারা এখনো মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসছে। কারণ, তারা শুধু সেনাবাহিনীর নয়, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির লক্ষ্যবস্তুতেও পরিণত হয়েছে। বর্তমানে উভয়পক্ষই তাদের যুদ্ধে রোহিঙ্গাদেরকে `নিয়োগ, করার চেষ্টা করছে, এমনকি জোরপূর্বক সংঘাতে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে। মিয়ানমার সরকার বলছে, রোহিঙ্গাদের একটি অংশ দেশে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে যখন গৃহযুদ্ধ চলছে, তখন তারা ফিরে গিয়ে কী পাবে? (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

নির্বাচন উপলক্ষ্যে শরীয়তপুর জেলা পরিদর্শন করলেন সেনাপ্রধান

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে শরীয়তপুর জেলা পরিদর্শন করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সেনাপ্রধান শরীয়তপুর জেলা পরিদর্শন করেন বলে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। আইএসপিআর জানায়, সফরকালে সেনাবাহিনী প্রধান শরীয়তপুর জেলা সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের সামরিক কর্মকর্তা, ঢাকা বিভাগের শরীয়তপুর, ফরিদপুর ও মুন্সিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও অসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ রিহাব)

ক্ষমা না চাইলে ক্যান্টনমেন্টে খালিদুজ্জামানকে অবাঞ্ছিত ঘোষণার দাবি

ঢাকা-১৭ আসনে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. এস. এম. খালিদুজ্জামান সম্প্রতি ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রবেশের সময় সেনা সদস্যদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়েছেন। এ ঘটনায় আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি প্রকাশ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা না চাইলে তাকে ক্যান্টনমেন্টে অবাঞ্ছিত ঘোষণা দাবি জানিয়েছে এক্স-ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) সাইফুল্লাহ খান সাইফ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়। বার্তায় বলা হয়, এক্স-ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশন গভীর উদ্‌বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, একটি রাজনৈতিক দলের ঢাকা-১৭ আসনের নির্বাচনি প্রার্থী খালিদুজ্জামান ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় অস্ত্রসহ প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। ওই প্রার্থী ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপত্তা সদস্যদের দ্বারা অস্ত্রসহ প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হলে, তিনি অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন এবং সেনা সদস্যদের উদ্দেশ্যে কুরুচিপূর্ণ ও অবমাননাকর মন্তব্য করেন। এ ধরনের বক্তব্য ও আচরণ সামরিক বাহিনীর মনোবল, মর্যাদা এবং রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার ওপর সরাসরি আঘাত। এক্স-ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচন ঘিরে গাজীপুর পরিদর্শন ও মতবিনিময় করেছেন তিন বাহিনীর প্রধান

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান এবং বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে গাজীপুর জেলা পরিদর্শন করেছেন। মঙ্গলবার তিন বাহিনীর প্রধান গাজীপুর জেলা পরিদর্শন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর। আইএসপিআর জানায়, পরিদর্শনকালে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধান বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের সামরিক কর্মকর্তা, ঢাকা বিভাগের গাজীপুর, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ জেলার বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও অসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়

করেন। এ সময় আসন্ন জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়। আইএসপিআর আরও জানায়, তিন বাহিনী প্রধান পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষতা, শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও নাগরিকবান্ধব আচরণের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও, পরিদর্শনকালে তিন বাহিনী প্রধান `ইন এইড টু দ্য সিভিল পাওয়ারের, আওতায় মোতায়েনরত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ আসাদ)

সচিবালয়, যমুনাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ

আগামীকাল বুধবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সচিবালয় ও প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন, যমুনাসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় সব প্রকার সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে ডিএমপি। মঙ্গলবার ডিএমপি কমিশনার মো. সাজ্জাত আলীর সই করা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনশৃঙ্খলা এবং প্রধান উপদেষ্টার নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্পিত ক্ষমতাবলে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সচিবালয় এবং প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় (হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টাল ক্রসিং, কাকরাইল মসজিদ ক্রসিং, অফিসার্স ক্লাব ক্রসিং ও মিন্টু রোড ক্রসিং-এর মধ্যবর্তী এলাকা) যে-কোনো প্রকার সভা, সমাবেশ, গণজমায়েত, মিছিল, মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট, শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হলো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬)

নির্বাচন সুষ্ঠু-শান্তিপূর্ণ হবে, কারও কোনো সন্দেহ থাকার দরকার নেই : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আগামী নির্বাচন অবাধ, গ্রহণযোগ্য, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। এ বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ থাকার দরকার নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মঙ্গলবার সচিবালয়ে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। নির্বাচনে `মব, নিয়ন্ত্রণ এবং পুলিশের নিরাপত্তা নিয়ে টিআইবি উদ্‌বেগের কথা জানিয়েছে- এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, "টিআইবি তাদের উদ্বেগ জানিয়েছে। ৫ আগস্টের পরের পুলিশের পরিস্থিতি তো এখন সেই অবস্থায় নেই।„ এখন পুলিশের মনোবল এবং কর্মক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে। তাই নির্বাচনে কোনো ধরনের কোনো অসুবিধা হবে না। তিনি বলেন, অন্যান্য নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পর কী পরিস্থিতি হয়, আর এবার কী পরিস্থিতি, সেটা আপনারা তুলনা করে দেখেন। টিআইবি কেন, আপনাদের কাছেই ভালো তথ্য আছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ আসাদ)

নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নে অর্থ রেখে যাবে সরকার : উপদেষ্টা

সরকারি চাকরিজীবীদের মূল বেতন দ্বিগুণের বেশি বাড়ানোর সুপারিশ করে জাতীয় বেতন কমিশন যে প্রতিবেদন দিয়েছে, তা অত্যন্ত ভালো এমন মন্তব্য করে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, কমিশনের সুপারিশগুলো পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে যাবে অন্তর্বর্তী সরকার। সেইসঙ্গে বেতন কমিশনের দেওয়া সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রেখে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। পে কমিশন নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, পে-কমিশন একটা ভালো ইস্যু। আমরা পে-কমিশনের সুপারিশগুলো এক্সামিন করার জন্য একটা কমিটি করে দিয়ে যাবো। এ জন্য বাজেটও যে ফেজওয়াইজ করবে, সেটার সংস্থান করে যাচ্ছি। পরবর্তী সরকার যে এটা করবে, তার নিশ্চয়তা কী? সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, দিয়ে যাবো টাকা-পয়সা, তারপর বলে যাবো এটা রেকমেন্ডেশন। এটা রিপোর্ট অত্যন্ত ভালো রিপোর্ট হয়েছে। আশা করি, এটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ রিহাব)

ভোটের মাঠে শালীনতা বজায় রাখার আহ্বান জামায়াত আমিরের

ভোটের মাঠে কাজ করতে গিয়ে শালীনতা ও যুক্তির সীমা অতিক্রম না করার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) ডা. শফিকুর রহমান তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লেখেন, নির্বাচনি কার্যক্রমে অংশ নিতে গিয়ে অনেক সময় একে অপরকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হয়, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। পোস্টে লেখেন, সমালোচনা করার অধিকার সবার রয়েছে। তবে কোনো অবস্থাতেই সেই সমালোচনা শালীনতার সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। যুক্তি ও ভদ্রতার সঙ্গে সমালোচনা করাই হওয়া উচিত রাজনৈতিক চর্চার মানদণ্ড। তিনি উল্লেখ করেন, এমন কোনো ভাষা ব্যবহার করা কাম্য নয়, যা নিজের ক্ষেত্রে বা অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে কেউ আহত বোধ করেন। এমনকি প্রিয় কোনো মানুষকে রুচি বহির্ভূতভাবে সমালোচনা করা হলেও, তার জবাব হওয়া উচিত উত্তম ভাষায় এবং যুক্তিপূর্ণভাবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ রিহাব)

জুলাই জাতীয় সনদের প্রতিটি অক্ষর শহিদের রক্তে লেখা : আলী রীয়াজ

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আলী রিয়াজ বলেছেন, আপনাদের সামনে যে কাগজের বই জুলাই জাতীয় সনদ হিসেবে মুদ্রিত অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো কালো কালিতে ছাপা। কিন্তু এর প্রত্যেকটা অক্ষর রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে। শহিদের রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে এই জুলাই জাতীয় সনদ। তিনি বলেন, আমি যখন জুলাই জাতীয় সনদের বইটা খুলি, আমি সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ শুনতে পাই। যে বোন এখনো অপেক্ষায় আছে তার ভাই ফিরবেন কি না, আমি তার হাহাকার শুনতে পাই। সেই ঋণের স্বীকৃতির জন্য এই জুলাই সনদ। মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আয়োজিত সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণভোট নিয়ে প্রচার-প্রচারণা সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ আসাদ)

দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন শেভেনিং-কমনওয়েলথ স্কলাররা : ব্রিটিশ হাইকমিশনার

শেভেনিং ও কমনওয়েলথ স্কলাররা বাংলাদেশের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক। তিনি বলেন, এই স্কলারশিপ কর্মসূচি যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের মধ্যকার দৃঢ় অংশীদারত্বের প্রতিফলন। যুক্তরাজ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন শেষে দেশে ফেরা বাংলাদেশের শেভেনিং ও কমনওয়েলথ স্কলারদের সম্মানে `ওয়েলকাম হোম রিসেপশনে, এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। মঙ্গলবার ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাজ্য হাইকমিশন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। ব্রিটিশ হাইকমিশনারের বাসভবনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে দেশে ফেরা স্কলারদের পাশাপাশি, ব্রিটিশ কাউন্সিল, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কমনওয়েলথ স্কলার্স অ্যান্ড ফেলোজ এবং শেভেনিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্যে হাইকমিশনার সারাহ কুক বলেন, যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত স্কলারশিপ কর্মসূচিগুলো যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের মধ্যকার শক্তিশালী অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ আসাদ)

জনগণ আর পরিবারকেন্দ্রিক রাজনীতি দেখতে চায় না : জামায়াত আমির

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, দেশের মানুষ আর পুরোনো পচা রাজনীতি দেখতে চায় না। তারা কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা পরিবারকেন্দ্রিক ক্ষমতা আর দলীয় সরকার নয়, বরং ইনসাফের ভিত্তিতে গঠিত `জনগণের সরকার, চায়। মঙ্গলবার দুপুরে ময়মনসিংহে ১১-দলীয় ঐক্য জোট আয়োজিত এক নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ৫ আগস্টের পর যারা জনগণের সম্পদ খামচে ধরার জন্য চাঁদাবাজি শুরু করেছে, যারা মামলা বাণিজ্য করে নিরীহ মানুষকে হয়রানি করছে এবং যারা ঋণখেলাপিদের বগলের নিচে নিয়ে ঘুরছে, জনগণ তাদের আর ভোট দেবে না। যুবসমাজ জানিয়ে দিয়েছে, তারা আর ধান্দাবাজি ও ধাপ্পাবাজির রাজনীতির সঙ্গে নেই। আসন্ন নির্বাচনে দুটি ভোটের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রথম ভোট হবে গণভোটে `হ্যাঁ,। `হ্যাঁ, মানে আজাদি, আর `না, মানে গোলামি। ময়মনসিংহবাসী ইনসাফের পক্ষে রায় দিয়ে আজাদি ছিনিয়ে আনবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ আসাদ)

গার্মেন্টস এলাকায় `ডে-কেয়ার সেন্টার, স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হবে

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন বৈষম্য দূর করা হচ্ছে। শ্রমিকদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হয় না, বিশেষ করে মায়েদের। পুরুষের সমান কাজ করলেও নারীরা কম বেতন পান। আমরা এই বৈষম্য রাখব না। মায়েদের জন্য আমরা ঘোষণা করেছি, গর্ভবতী অবস্থা, এরপর সন্তান জন্মদান ও বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য অন্তত দুই থেকে আড়াই বছর পর্যন্ত মায়েরা দৈনিক ৫ ঘণ্টা কাজ করবেন। বাকি ৩ ঘণ্টা তারা সন্তানকে সময় দেবেন, এটি বাচ্চার অধিকার। তিনি বলেন, এতে তাদের বেতন কমবে না, বাকি ৩ ঘণ্টার স্যালারি সরকার ও সমাজসেবা অধিদপ্তর দেবে। এটি সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, শিল্প এলাকায় নির্দিষ্ট সংখ্যায় নারী শ্রমিক থাকলে সেখানে অবশ্যই `ডে-কেয়ার সেন্টার, স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হবে। মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে গাজীপুরের রাজবাড়ি ময়দানে ১১ দলীয় জোট আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ রিহাব)

মুন্সিগঞ্জে মার্কেট দখলের চেষ্টা, বাধা দিতে গিয়ে একজন নিহত

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে নির্মাণাধীন একটি মার্কেট দখলের চেষ্টায় বাধা দিতে গিয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় আলমগীর (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি হামলায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার বালাশুর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে এ ঘটনার প্রতিবাদে দুপুর ১২টার দিকে সড়কে দফায় দফায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। এরপর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন স্থানীয় বিক্ষুব্ধরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় সেনাবাহিনী, পুলিশ ও র□যাবের সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। নিহত আলমগীর বালাশুর এলাকার বাসিন্দা। তিনি, তার ভাই তমিজ উদ্দীনের সঙ্গে যৌথভাবে বালাসুর বাজারে

`তমি মার্কেট, নামের একটি মার্কেট নির্মাণ কাজ শুরু করেন বেশ কিছুদিন আগে। নির্মাণাধীন সেই মার্কেটের দখল নিতে গিয়ে এ ঘটনা ঘটে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬)

আসলাম চৌধুরী ও সারোয়ার আলমগীরের ধানের শীষে ভোট করতে বাধা নেই

চট্টগ্রাম-৪ আসনে আসলাম চৌধুরী ও চট্টগ্রাম-২ আসনে সারোয়ার আলমগীরের ধানের শীষ প্রতীকে ভোট করতে কোনো বাধা নেই। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের বেঞ্চ এ বিষয়ে আদেশ দেন। আইনজীবী মো. মজিবুর রহমান বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন। চট্টগ্রাম-৪ আসনে আসলাম চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণার বিরুদ্ধে যমুনা ব্যাংকের করা আবেদনের ওপর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। এর আগে, গত ১ ফেব্রুয়ারি আসলাম চৌধুরীর মনোনয়নপত্র নির্বাচন কমিশনের বৈধ ঘোষণার বিরুদ্ধে আপিল আবেদনের ওপর শুনানি হয়। চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের প্রার্থিতা বাতিলের আদেশ স্থগিত করে আদেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬)

শবে বরাতে আতশবাজি-পটকা ফোটানোতে নিষেধাজ্ঞা

পবিত্র শবেবরাত উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগর এলাকায় ২৪ ঘণ্টা আতশবাজি ও পটকা ফোটানোসহ বিস্ফোরক দ্রব্য সংক্রান্ত কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। মঙ্গলবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর সই করা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার দিনগত রাতে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পবিত্র শবেবরাত উদ্‌যাপিত হবে। শবে বরাতের পবিত্রতা রক্ষা ও শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ক্ষমতাবলে ৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ৬টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগর এলাকায় সব প্রকার আতশবাজি, পটকা ফোটানো, ফানুস ও গ্যাস বেলুন ওড়ানো, বিস্ফোরক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬)

বিপিসিতে হঠাৎ তরল জ্বালানি সংকট

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) নিয়ে যখন দেশজুড়ে মাতামাতি চলছে, তখন হঠাৎ করে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তরল জ্বালানি সংকট। অনেকটা নীরবে এ সংকট কাটাতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছে তরল জ্বালানি আমদানি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা সরকারি প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। তথ্য বলছে, নিয়মমাফিক দেশে ৪৫ দিনের জ্বালানির জোগান থাকার কথা থাকলেও, ডিজেলের মজুত নেমেছে এক চতুর্থাংশের নিচে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে চাহিদা বাড়লেও, এই সময়ে সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক রাখা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। তবে বিপিসির দাবি, সংকট সাময়িক। পার্সেলগুলো (আমদানি করা জ্বালানিবাহী জাহাজ) সময়মতো দেশে এলে সংকট কেটে যাবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ রিহাব)

কাটলো শঙ্কা, সব হজযাত্রীর বাড়ি ভাড়া সম্পন্ন

অবশেষে সব শঙ্কা কাটিয়ে চলতি বছরের সব হজযাত্রীর বাড়ি ভাড়া সম্পন্ন হয়েছে। হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়া সম্পন্ন হওয়ার তথ্য জানিয়েছেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ অনুবিভাগের উপ-সচিব মোহাম্মদ শফিউজ্জামান ভুঁইয়া। সৌদি রোডম্যাপ অনুযায়ী, চলতি বছর ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়া সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, সময় ঘনিয়ে এলেও বেসরকারি হজযাত্রীদের মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি ছিল না। লিড এজেন্সিগুলোর গাফিলতির পরিপ্রেক্ষিতে বাড়ি ভাড়া সম্পন্ন করার জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়কে বারবার তাগাদা দিতে হচ্ছিল। সর্বশেষ গত ২৭ জানুয়ারিও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার অর্ধেক হজযাত্রীর বাড়ি ভাড়া সম্পন্ন ছিল না। এ অবস্থায় অনেকের হজে যাওয়া নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়। ধর্ম মন্ত্রণালয়ও বাড়ি ভাড়া দ্রুত সম্পন্নের জন্য লিড এজেন্সিগুলোকে তাগাদা দিয়ে চিঠি পাঠায়। বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকায় কয়েকটি এজেন্সির কাছে ব্যাখ্যাও তলব করে মন্ত্রণালয়। ধর্ম মন্ত্রণালয় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাড়ি ভাড়া সম্পন্ন না হলে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে এর দায়িত্ব নিতে হবে। ভবিষ্যৎ হজ কার্যক্রম পরিচালনায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ রিহাব)

সাংবাদিকদের তথ্য ফাঁসের ঘটনায় স্বাধীন তদন্ত চায় আর্টিকেল নাইনটিন

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইট থেকে প্রায় ১৪ হাজার সাংবাদিকের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়ার ঘটনায় স্বাধীন তদন্তের দাবি জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা আর্টিকেল নাইনটিন। সংস্থাটি বলছে, এতে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়েছে। মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আর্টিকেল নাইনটিন। নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করতে সাংবাদিকদের কার্ড দিয়ে থাকে ইসি। এর আগে, এ কার্ড ম্যানুয়াল আবেদনপত্রের মাধ্যমে দেওয়া হতো, কিন্তু এবার প্রথমবারের মতো অনলাইনে কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা চালু

করে ইসি। পরে সাংবাদিকদের আপত্তির মুখে আবার ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ফিরে যায় সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানটি। তবে এরই মধ্যে কমিশনের ওয়েবসাইটে কার্ডের জন্য আবেদন করা ১৪ হাজার সাংবাদিকের তথ্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। ওই সাইটে প্রবেশ করলে যে কেউ আবেদনকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য দেখতে পারতেন। ফাঁস হওয়া তথ্যের মধ্যে ছিল সাংবাদিকদের ছবি, সই, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য, অফিস আইডি কার্ড এবং গণমাধ্যম সংক্রান্ত নথি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ রিহাব)

ভোট দিতে চান আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী-এমপিরা

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে প্রথমবারের মতো কারাগারে বা আইনি হেফাজতে থাকা ব্যক্তিরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। পাশাপাশি, তারা গণভোটেও অংশ নিতে পারবেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ এবারের নির্বাচনে অংশ নিতে না পারলেও, ২৫ জন সাবেক মন্ত্রী-সংসদ সদস্যসহ ৪৯ জন ভিআইপি বন্দি ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মেয়র, দাপুটে আমলা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাবেক কর্মকর্তাও ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন। কারা অধিদপ্তর সূত্র বলছে, দেশের ৭২টি কারাগারে বন্দির সংখ্যা ৮৭ হাজারের কাছাকাছি। ভোট দেওয়ার জন্য এদের মধ্যে নিবন্ধন করেছেন ৬ হাজার ৩১৩ জন। অর্থাৎ প্রতি ১০০ জনের মধ্যে সাতজন আগ্রহ দেখিয়েছেন ভোটে। আবার ৩৫৩টি নিবন্ধন আবেদন নাকচ করেছে নির্বাচন কমিশন। ফলে ৮৭ হাজার বন্দি থাকলেও, ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন মাত্র ৫ হাজার ৯৬০ জন। এদের মধ্যে আবার প্রায় ৩০০ জন নিবন্ধন করার পর জামিনে বাইরে আছেন। পোস্টাল ব্যালটে নিবন্ধন করলে সরাসরি ভোট দেওয়া যায় না বলে তারাও ভোট দিতে পারছেন না। কারাগারের সাত বিভাগ এবং ঢাকার দুই বিভাগসহ মোট ৯ বিভাগ থেকে সারা দেশে ৪ হাজার ৭৫৪ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিবন্ধন করেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ রিহাব)

এস আলমের মামলা লড়তে সরকারের ঘণ্টায় ব্যয় হবে দেড় লাখ টাকা

আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতে এস আলম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সাইফুল আলম (এস আলম) ও তার পরিবারের করা মামলার বিরুদ্ধে লড়তে ব্রিটিশ একটি ল ফার্ম নিয়োগ দিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এই আইনি লড়াইয়ে সংশ্লিষ্ট ল ফার্মটিকে ঘণ্টায় ১ হাজার ২৫০ মার্কিন ডলার ফি দিতে হবে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসাবে) ১ লাখ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা। মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে ল ফার্ম নিয়োগ ও অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের করা আরবিট্রেশন মামলা নং-আইসিএসআইডি (কেস নম্বর-এআরবি/২৫/৫২) পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক ল ফার্ম নিয়োগ ও আইনি সেবা ক্রয়ের বৈঠকে একটি প্রস্তাব নিয়ে আসে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়। সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে ব্রিটিশ ল ফার্ম `হোয়াইট অ্যান্ড কেইস এলএলপিকে, নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। ল ফার্মটি থেকে সেবা নেওয়ার জন্য ঘণ্টায় ১ হাজার ২৫০ ডলার গুনতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ রিহাব)

সাফিকুরের নিয়োগ বাতিল, বিমানের এমডির দায়িত্বে হুমায়রা

গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনায় গ্রেফতার হওয়ায়, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. সাফিকুর রহমানের নিয়োগ বাতিল করেছে সরকার। পরবর্তী এমডি নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত বেসামরিক বিমান, পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিমান ও সিভিল এভিয়েশন) ড. হুমায়রা সুলতানাকে বিমানের এমডির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) বেসামরিক বিমান পরিবহণ পর্যটন মন্ত্রণালয় থেকে অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়, ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে কারাবন্দি থাকায় সাফিকুর রহমানের সঙ্গে সরকারের করা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার স্বার্থে, পরবর্তী পদায়ন না হওয়া পর্যন্ত নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও হিসেবে অতিরিক্ত সচিব ড. হুমায়রা সুলতানাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। ১১ বছর বয়সি এক গৃহকর্মীকে অমানবিক নির্যাতনের অভিযোগে গত ২ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) দিনগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উত্তরার ৯ নম্বর সেক্টরের নিজ বাসা থেকে বিমানের এমডি সাফিকুর রহমান, তার স্ত্রী এবং আরও দু-জনকে গ্রেফতার করে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ রিহাব)

প্রাথমিকের ৯৩% শিক্ষক অপেশাদার কাজে ক্লান্ত, বছরে ব্যয় ১,৭১০ কোটি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে তিন লাখ সহকারী শিক্ষক। জরিপ, মা সমাবেশসহ অসংখ্য অপেশাদার বা নন-প্রফেশনাল (শিক্ষকতার বাইরে) কাজ করতে হয় তাদের। এ কাজে সরকারের বছরে প্রায় ১ হাজার ৭১০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হয়। একইসঙ্গে অপেশাদার কাজের কারণে প্রায় ৯৩ শতাংশ শিক্ষক কর্মক্লান্ত। তারা ক্লান্তির সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে (লেট-স্টেজ বার্ন আউট) রয়েছেন। অপেশাদার বা অতিরিক্ত দাপ্তরিক কাজ শেষে

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর ৯০ শতাংশ শিক্ষক পূর্ণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন না, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে শিক্ষার্থীদের ওপর। নন-প্রফেশনাল কাজের অতিরিক্ত চাপ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মান, শিক্ষকের মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষার্থীদের শিখনফলে ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা অ্যাকাডেমির (নেপ) এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। `বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশা-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার শিক্ষণ ও শিখনগত ও অর্থনৈতিক প্রভাব মূল্যায়ন, শীর্ষক এ গবেষণা প্রতিবেদনটি মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) প্রকাশ করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ রিহাব)

প্রাথমিক শিক্ষকরা বেশি টাকা না পেলেও সমাজে মর্যাদা ভালো : উপদেষ্টা

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বেশি না হলেও, তাদের সামাজিক মর্যাদা বেশ ভালো বলে মন্তব্য করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। তিনি বলেন, "আমাদের শিক্ষকরা অর্থমূল্যে (বেতন-ভাতা) খুব বেশি কিছু পান না, তবে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়ছে, এটা ভালো। যে-সব স্কুলে ভালো শিক্ষা দেওয়া হয়, সেসব স্কুলের কমিউনিটির মানুষ শিক্ষকদের সম্মান করেন।„ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হলরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ রিহাব)

ইসি নিরপেক্ষতা হারিয়েছে, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অপতৎপরতা চলছে : এনসিপি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মনিরা শারমিন বলেছেন, নির্বাচন কমিশন তার নিরপেক্ষতা হারিয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করে নির্বাচন প্রভাবিত করা এবং ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা অপতৎপরতা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন তিনি। মনিরা শারমিন বলেন, আমরা দেখছি, ৫ আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশে এই ধরনের নির্বাচন প্রভাবিত করা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে এবং যেখানে স্বাধীন সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান হিসেবে, স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে, ইলেকশন কমিশনের একটা বড় ভূমিকা রাখার কথা, সেটি কিন্তু তারা রাখছে না। তারা একটি দলের হয়ে কাজ করছে। পুলিশ-প্রশাসনও একটি দলের হয়ে কাজ করছে। তাহলে আলটিমেটলি আমরা কী দেখছি সামনে? তার মানে একটি দলকে নির্বাচিত করার জন্য অলরেডি রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে কাজ করছে। আমি বলতে চাই যে, মিডিয়াও এর বাইরে না। আমরা দেখছি যে, মিডিয়া নগ্নভাবে একটি দলকে সাপোর্ট করছে এবং মিডিয়ার সিইও এবং মিডিয়ায় একদম উচ্চপদস্থ, সব জায়গায় কিন্তু দখল হয়ে গেছে একটি দলের। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০২.২০২৬ রিহাব)

BBC

CLINTONS AGREE TO TESTIFY ON EPSTEIN AS VOTE LOOMS TO HOLD THEM IN CONTEMPT OF CONGRESS

Former US President Bill Clinton and his wife Hillary Clinton, the former Secretary of State, have agreed to testify in the congressional investigation into late sex offender Jeffrey Epstein. It comes days before a vote on whether to hold the couple in criminal contempt for refusing to appear before the House Oversight Committee after a months-long standoff. Bill Clinton was acquainted with Epstein, who died in prison in 2019, but has denied knowledge of his sex offending and says he cut off contact two decade ago. It's unclear when the depositions will take place, but it will be the first time a former US President has testified to a Congressional panel since Gerald Ford did so in 1983.
(BBC News Web Page: 03/02/26, FARUK)

RUSSIAN HITS UKRAINE ENERGY SITES IN 'MOST POWERFUL BLOW' SO FAR THIS YEAR

Russia has launched its "most powerful blow" against Ukraine's energy sector so far this year, according to the private energy company, DTEK. The combined missile and drone strikes which targeted power plants and infrastructure in Kyiv and multiple locations left the system operating with "serious restrictions", it said. The strikes were launched as temperatures dropped to -20C and left more than 1,000 tower blocks in the capital without heating once again and damaged a power plant in the eastern city of Kharkiv beyond repair. President Volodymyr Zelensky said Russia was "choosing terror and escalation" rather than diplomacy to end this war and called for "maximum pressure" on Moscow from Ukraine's allies. (BBC News Web Page: 03/02/26, FARUK)

IRAN'S PRESIDENT SAYS IT WILL NEGOTIATE WITH THE US

Iranian President Masoud Pezeshkian has said Iran will pursue negotiations with the US after requests from "friendly governments in the region" to respond to a US proposal for

talks. In a statement in X, Pezeshkian said he had told Iran's Minister of Foreign Affairs Abbas Araghchi to pursue talks "provided that a suitable environment exists – one free from threats and unreasonable expectations". The Iranian president's words come after the country's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei warned any attack on Iran would spark a regional conflict. US President Donald Trump has threatened to intervene in Iran over its nuclear ambitions and deadly crackdown on protesters, building up forces nearby.
(BBC News Web Page: 03/02/26, FARUK)

ISRAEL REOPENS GAZA'S KEY RAFAH BORDER CROSSING WITH EGYPT

Only a few sick and wounded Palestinians from Gaza arrived in Egypt on Monday after the Rafah border crossing reopened for the movement of people. The crossing has largely been closed since the Gazan side was captured by Israeli forces in May 2024. The reopening was supposed to happen during the first phase of US President Donald Trump's ceasefire plan between Israel and Hamas, which began in October. But Israel blocked it until the return of the body of the last Israeli hostage, which happened last week. It will come as a relief to many Palestinians who see it as a lifeline to the world, although there is frustration that only small numbers of people and no goods will be allowed through.
(BBC News Web Page: 03/02/26, FARUK)

RUSSIA READY TO RESPOND TO ANY US WEAPONS DEPLOYMENT IN GREENLAND: RYABKOV

Moscow is ready to respond if Washington moves to place weapons on Greenland, a senior Russian official has said. Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov said Russia will take military measures should the United States follow through on proposals to deploy its Golden Dome missile defence programme to the Arctic island. Ryabkov made the comments to reporters at the Russian embassy in China on Tuesday, Russian state news agency TASS reported. His words came two days before the expiration of the New START treaty, the last remaining nuclear arms control pact between Washington and Moscow.
(BBC News Web Page: 03/02/26, FARUK)

RECORD-BREAKING SNOW BLANKETS JAPAN, KILLING AT LEAST 30 PEOPLE

Record-breaking snowfall in Japan has been blamed for 30 deaths in the past two weeks, including a 91-year-old woman found buried under 300cm of snow outside her home, officials said. The heavy snowfall prompted the government of Prime Minister Sanae Takaichi to order the deployment of troops on Tuesday to help in affected areas, according to the Japanese national television NHK. Authorities told people to watch for avalanches and accumulated snow falling from rooftops, NHK reported, and also warned that power outages are possible in the hardest-hit areas. (BBC News Web Page: 03/02/26, FARUK)

CUBA IN CONTACT WITH US, DIPLOMAT SAYS, AS TRUMP ISSUES THREAT TO BLOCK OIL

Cuba and the United States are in communication, but the exchanges have not yet evolved into a formal "dialogue", a Cuban diplomat has said, as US President Donald Trump stepped up pressure on Havana. Carlos Fernandez de Cossio, Cuba's deputy foreign minister, told the Reuters news agency on Monday that the US government was aware that Cuba was "ready to have a serious, meaningful and responsible dialogue". De Cossio's statement represents the first hint from Havana that it is in contact with Washington, even if in a limited fashion, as tensions flared in recent weeks amid Trump's threats against the Cuban government in the aftermath of the US military's abduction of Venezuelan leader Nicolas Maduro, Cuba's longstanding ally. (BBC News Web Page: 03/02/26, FARUK)

:: THE END ::